পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 353 Tuesday, 26 November, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৫৩ সংখ্যা ✱ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এবার তৃণমূলের 'ত্রিফলা'!

'ভুল' করলে কাউকে রেয়াত করবেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ আদ্যন্ত কর্পোরেট স্টাইল যাকে বলে! এখন থেকে চাইলেও যেকোনও বিষয়ে মন্তব্য করতে পারবেন না তৃণমূল নেতারা। প্রত্যেকের জন্য ভাগ করে দেওয়া হল নির্দিষ্ট বিষয়। সোমবার ছিল তৃণমূল জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সেখানেই এ ব্যাপারে দিল্লি, রাজ্য, বিধানসভা থেকে শুরু করে কোন বিষয়ে কে বা কারা মন্তব্য করতে পারবেন তার তালিকা তৈরি করে দিয়েছে শাসকদল। পরে সাংবাদিক বৈঠকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানান রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহিলা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমা জানান, এখন থেকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বলবেন অমিত মিত্র এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শিল্প নিয়ে বলবেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক। উত্তরবঙ্গের বিষয়ে বলবেন গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, প্রকাশচিক বারিক, ঝাড়গ্রামের ক্ষেত্রে বীরবাহা হাঁসদা, চা বাগানের ক্ষেত্রে বলবেন মলয় ঘটক। অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বা পারদর্শী তাঁকে সেই বিষয়ে দলের হয়ে প্রতিক্রিয়া জানারো স্বাধীনতা দেওয়া হল। একইভাবে বিধানসভা বিষয়ক বিষয়ে বলবেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া, মলয় ঘটক, শশী পাঁজা, কুণাল ঘোষ ও সুমন কাঞ্জিলাল। এ রাজ্যে দলের মুখপাত্রদের সমন্বয় করবেন অরূপ বিশ্বাস। একইভাবে রাজধানী দিল্লির ক্ষেত্রে পার্টির সম্পর্কে মিডিয়াকে ব্রিফ করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন, কাকলী ঘোষ দস্তিদার, কীর্তি আজাদ, সুস্মিতা দেব ও সাগরিকা ঘোষ। অর্থাৎ

চাইলেই সব বিষয়ে মন্তব্য করার আর সুযোগ থাকল না নেতানেত্রীদের কাছে। শাসকদলের এমন সিদ্ধান্তকে দলের পক্ষে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের অনেকের মতে, যেভাবে দল আড়ে বহরে বাড়ছে তাতে এ ব্যাপারে রাশ টানাটা জরুরি ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ায় আলটপকা মন্তব্য করার প্রবণতাও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সাম্প্রতিক অতীতে দলের একাধিক নেতার মন্তব্যের জেরেই বারে বারে দলের বিড়ম্বনা বেড়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর দলনেত্রী নয়, সাংবাদিক বৈঠক করেছেন দলের নেত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমা বলেন, ''দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে কেউ যা খুশি মন্তব্য করতে পারবেন না। কাউকে তিনবার শোকজের পর সাসপেন্ড করা হবে।'' অর্থাৎ ভুল করলে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে ঠিকই, কিন্তু যা খুশি মনোভাব আর বরদাস্ত করা হবে না। এদিনের বৈঠক থেকে সংসদ, বিধানসভা এবং দলের অভ্যন্তরের জন্যও পৃথক পৃথক কমিটি গড়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এবং কে কোন বিষয়ে বলবেন, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট, মহীরূহে পরিণত হওয়া দলকে ২৬ এর বিধানসভা ভোটের আগে সুসংবদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর মমতা-অভিষেক। এদিনের বৈঠকে মমতা অভিষেকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজেশ ত্রিপাঠি, সুব্রত বক্সী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বোস, অরূপ বিশ্বাস, পার্থ ভৌমিক, সুস্মিতা দেব, গৌতম দেব, মলয় ঘটক, অনুব্রত মণ্ডল, বীরবাহা হাঁসদা, বুলুচিক বরাইক, অসীমা পাত্র-প্রমুখেরা। সূত্রের খবর বৈঠকে দলনেত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। তাই দলে থাকতে হবে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে হবে। কথা বলার ক্ষেত্রেও সর্তক থাকতে হবে। পদে থেকে কেউ এমন কিছু যেন না বলেন যাতে দল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যায়। আর তেমনটা যিনি করবেন তাঁকে পড়তে হবে কঠোর শাস্তির মুখে। কিন্তু হঠাৎ শাস্তির সিদ্ধান্ত কেন? এই মুহুর্তে দল কার্যত মহীরূহে পরিণত। বহু জায়গায় বিরোধীরা নেই বললেই চলে। উল্টে দলের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে একাধিক গোষ্ঠী। এমন অবস্থায় মানুষের মধ্যে দল সম্পর্কে যাতে ভুল বার্তা না পৌঁছয় তাই সময় থাকতে দলের শৃঙ্খলায় জোর দিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিতাই, হাড়োয়াতে মুসলিম ভোট, আমরা কখনও জিতব না শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ রাজ্যের ৬টি কেন্দ্রের বিধানসভা উপনির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। ৬-এ ৬ করেছে তৃণমূল। এই ফল নিয়ে নিরাশ নন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বরং তিনি আশাবাদী, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তালডাংরা, নৈহাটি, মেদিনীপুর এবং মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র জয় করতে পারবে বিজেপি। তবে সিতাই এবং হাড়োয়া নিয়ে অন্য ভবিষদ্বাণী করলেন শুভেন্দু। দিলেন তার ব্যাখ্যাও। শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, সিতাই এবং হাড়োয়াতে কখনও জিতবে না বিজেপি। বাকি চার কেন্দ্রে আসন্ন বিধানসভা ভোটে আবার গেরুয়া ঝড় দেখা যাবে। কিন্তু বাকি দুই জায়গা নিয়ে কী সমস্যা? সংবাদমাধ্যমে শুভেন্দু বলেন, ''সিতাই আর হাড়োয়া আমরা কখনও জিতব না। সিতাইয়ে ৪০ শতাংশ মুসলিম ভোট একসঙ্গে ভোট দেয়। মুসলিম লীগ ২ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর হাড়োয়াতে ৮০ শতাংশ মুসলমানও মমতাকেও ভোট দেয়।'' এই উপনির্বাচনে দলের ফলাফল নিয়ে শুভেন্দু আগেই মন্তব্য করেছিলেন, ''বাংলায় উপনির্বাচনে ভোটই হয় না। তাই কোনও বিপর্যয় হয়নি!'' পাশাপাশি তাঁর এও মন্তব্য ছিল, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তিনি যুক্ত থাকেন না, তবে কোন কোন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি নিজের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এমন মন্তব্য করে শুভেন্দু অধিকারী হারের দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। সোমবার অবশ্য ফের একই দাবি করে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন। শাসক দলের কর্মী-সমর্থক, নেতাদের মূর্খ, গাধা বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন, ''তৃণমূলের গাধাগুলো জানে না, ২০১৯ সালে মমতা এবং অভিষেক বাড়ি থেকে বের হননি। আমি কালিয়াগঞ্জ-খড়গপুর তৃণমূলকে জিতিয়েছিলাম। সেই আসন ২০২১ সালে বিজেপি জিতেছে।'' তিনি আরও বলেন, '২১ সালেই তৃণমূলের জেতা শান্তিপুরের আসন থেকে '২৪ সালে জগন্নাথ সরকার ৩০ হাজারের লিড নেন। তাই এসব গল্প বলে লাভ নেই বলে দাবি শুভেন্দুর।

আবক্ষ মূর্তি নিয়ে এবার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করলেন খোদ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ রাজ্যপালের নিজের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন নিয়ে রাজনৈতিক তোলপাড়। তার মাঝেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই মূর্তি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি তৈরি করলেন। বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে দু বছর পূর্তি উপলক্ষে কে বা কারা এই মূর্তি এনেছিল, তা রাজভবন জানে না বলেই জানানো হচ্ছে। কে কোন উদ্দেশ্যে এই মূর্তি এনে উপহার দিয়েছেন, কিংবা উপহার দেওয়ার নামে রাজ্যপালের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছেন কি না - সব কিছুই খতিয়ে দেখছেন রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, ভারতীয় জাদুঘরের তরফে তাঁকে মূর্তিটি উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, রাজ্যপাল স্বয়ং সেই মূর্তি উন্মোচন করায় কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ''এ তো পুরো জটায়ু! রাজভবনে ম্যাকমোহন।'' তবে রাজভবনের তরফ থেকেও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'অনেক শিল্পী তাঁদের শিল্পকর্ম মাননীয় রাজ্যপালকে উপহার দেন। অনেক চিত্রশিল্পী মাননীয় রাজ্যপালের প্রতিকৃতি এঁকে তাঁকে উপহার দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, এক সৃষ্টিশীল ভাস্কর মাননীয় রাজ্যপালের একটি মূর্তি তৈরি করে উপহার দিয়েছিলেন।' শাসকদলের কটাক্ষের জবাবে বলা হয়েছে, ''দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ঘটনাকে 'নিজের মূর্তি উন্মোচন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।''

শীতকালীন অধিবেশনেই ৬ বিধায়কের শপথের উদ্যোগ, থাকবে না বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ ২ দিন আগেই রাজ্যের ৬ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। সব আসনই জিতেছে তৃণমূল। এবার নবনির্বাচিত বিধায়কদের দ্রুত শপথ গ্রহণের জন্য তৎপর হয়েছে বিধানসভার সচিবালয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেই ৬ বিধায়ক শপথ গ্রহণ করবেন বলে বিধানসভা সূত্রে খবর। এদিকে, নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। বিধায়কদের শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে সংঘাত চাইছে না রাজ্য সরকার। এর আগে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেনের শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছিল। দুই বিধায়ককে শপথ গ্রহণের জন্য রাজভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, রাজভবনে যেতে চাননি সায়ন্তিকা ও রেয়াত হোসেন। তা নিয়ে একপ্রস্থ চিঠি চালাচালি হয়েছিল। সেইরকম পরিস্থিতি এবার যাতে না হয়, তার জন্য ফল ঘোষণার পরই উদ্যোগী হয় বিধানসভার সচিবালয়। রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছেন স্পিকার। বিধানসভায় বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজভবনের তরফে

এখনও কোনও জবাব আসেনি বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যে চলতি সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৬ বিধায়ক শপথ নিতে পারেন। নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ অনুষ্ঠানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। বিজেপি পরিষদীয় দলের বক্তব্য, কয়েকটি জায়গায় ভোট সন্ত্রাস হওয়ার কারণে মানুষ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি। তাই, শপথে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''সন্ত্রাস করে ওরা জিতেছে। আমরা থাকব না।'' এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের প্রশ্নোত্তর পর্বের দিন বদল হল বিধানসভায়। এই অধিবেশন থেকে সোমবারের বদলে তা বৃহস্পতিবার করা হয়েছে।

হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যেতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানান জেএমএম নেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ বুথফেরত সমীক্ষাকে ভুল প্রমাণ করে ফের ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতায় ফিরেছে ইন্ডিয়া জোট। আগামী বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের শপথগ্রহণ করবেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেন। সূত্রের খবর, প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি থাকতে পারেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত নিজেই মমতাকে ফোন করে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে খবর। জানা যাচ্ছে, মমতাও হেমন্তর শপথ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে আগ্রহী। প্রাথমিকভাবে সম্মতিও জানিয়েছেন। তবে শেষ মুহূর্তে সিডিউলে বড়সড় কোনও বদল না ঘটলে বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডে দেখা যেতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৮১ সদস্যের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় সরকার গড়তে প্রয়োজন ছিল ৪১টি আসনের। বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় অনেক সমীক্ষক সংস্থায় বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছিল। তবে ভোট বাক্সের গণনা শুরু হতেই ক্রমেই ধরাশায়ী হাল হয় বিজেপির। ৬৮টি আসনে লড়ে বিজেপি পেয়েছে মাত্র ২১টি। অন্যদিকে হেমন্তের দলের একার ঝুলিতেই ৩৪ আসন। সহযোগী কংগ্রেস, আরজেডি এবং বামদল সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-কে নিয়ে ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া জোটের সরকারের মোট আসন সংখ্যা ৫৬। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়ায় দুর্নীতির অভিযোগে আচমকা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকী পাঁচ মাস পর জামিনে জেল মুক্তি ঘটলেও দলেরই একাংশের বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। হেমন্তর পরিবারের কয়েকজন সদস্যও বিজেপিতে যোগ দেন। ফলে হেমন্ত ও তাঁর দল জেএমএম এর পক্ষে ক্ষমতায় ফেরা খুব একটা সহজ ছিল না। হেমন্তর গ্রেফতারের সময়ই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবার শপথ অনুষ্ঠানে পেলেন আমন্ত্রণ পত্র। শেষ পর্যন্ত মমতা সত্যি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে সেখান থেকে কী বার্তা দেন, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

১৫ বছরের পুরনো বাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে মালিকদের পক্ষেই আদালতে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ আদালতে যাবে রাজ্য সরকার। পনেরো বছরের পুরোনো বাস বাতিল নিয়ে বাস মালিক সংগঠন গুলির পক্ষে আদালতে যাবে রাজ্য। বাম আমলে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের ভিত্তিতে পনেরো বছরের পুরোনো বাস কলকাতা পৌর এলাকায় বাতিল করার নির্দেশিকা দেয় পরিবহন দফতর। বাম আমলের সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে আগামী সপ্তাহে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে বাস মালিক সংগঠনগুলি।

বাস মালিকদের দাবি যুক্তি সংগত বললেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আদালতে বাস মালিকদের দাবির পক্ষে আবেদন জানাবে রাজ্য সরকার। সোমবার পরিবহন ভবনে, মন্ত্রী এবং পরিবহন সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রান্সপোর্ট অপারেটরস। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা বাড়ছে। সেই সঙ্গে অপরিকল্পিত বাসের টাইম টেবিল দুর্ঘটনার কারণ। মন্ত্রী দুটো বিষয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। প্যানিক বাটন বা ভেহিকল ট্রাককিং সিস্টেম লাগানোর পরেও কাজ করছে না বলে অভিযোগ পরিবহন মালিক সংগঠনগুলির। সেই অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী পরামর্শ দেন, যে সংস্থা ওই ডিভাইস লাগিয়েছে তাদের সঙ্গে মালিকদের যোগাযোগ করতে। স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ''আমাদের রাজ্যে দুর্ঘটনার পরিমাণ অন্য রাজ্যের থেকে কম। কারণ এখানে ট্রাফিক আইন অনেকটা কড়া। তবে এটায় আমরা সন্তুষ্ট নই। একটা দুর্ঘটনাও কাম্য নয়। তাই একটু যদি সকলে নিয়ন্ত্রণে গাড়ি চালান। দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।''

ওয়াকফ বিল নিয়ে এবার স্পিকারের দ্বারে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বরঃ ওয়াকফ বিল নিয়ে আরও আলোচনা চান বিরোধী সাংসদরা। সেজন্য ওয়াকফ সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) মেয়াদ বাড়ানোর দাবি নিয়ে জেপিসির মেয়াদ বাড়ানোর দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। তারপরই বিরোধী সাংসদরা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন। বিরোধীদের অভিযোগ, ওয়াকফ

জানালেন। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে যৌথ সংসদীয় কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী সাংসদরা। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে বৈঠকে বসে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। ওই বৈঠকেই ওয়াকফ বিল বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির পর্যালোচনা এখনও অসম্পূর্ণ। তাদের বক্তব্য, আগস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত জেপিসির ২৫টি বৈঠক হয়েছে। কিন্তু, সবার বক্তব্য এখনও শোনা সম্পূর্ণ হয়নি। স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকের পর আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, ''জেপিসির মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন স্পিকার। ১৫ দিনের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক ডাকা হবে।'' ওয়াকফ সংক্রান্ত বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''যেভাবে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। জেপিসি চেয়ারম্যান তাড়াহুড়ো করে এই সপ্তাহে রিপোর্ট পেশ করতে চাইছেন। কিন্তু, সবার বক্তব্য এখনও শোনা হয়নি। আমাদের বক্তব্যও এখনও শোনা হয়নি। সেটাই আমরা জানিয়েছি লোকসভার স্পিকারকে।'' কয়েকদিন আগে ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসি-র বৈঠকের পর কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল জানিয়েছিলেন, জেপিসির আর কোনও বৈঠকের দরকার নেই। সংসদে রিপোর্ট পেশের জন্য তিনি তৈরি বলে জানান। শীতকালীন অধিবেশনেই ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে কেন্দ্র উদ্যোগ নিতে পারে বলে সূত্রের খবর।

সংবিধান দিবস স্মরণে দিল্লিতে পদযাত্রা, চারাগাছ রোপণ করলেন মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ সংবিধান দিবস স্মরণে সোমবার সকালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল আমাদের সংবিধান, আমাদের সম্মান পদযাত্রা-র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া 'হামারা সংবিধান, হামারা সম্মান' পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং চারাগাছ রোপণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানও উপস্থিত ছিলেন।পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কুস্তিগীর এবং বিজেপি নেতা যোগেশ্বর দত্ত এবং ভারতীয় ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু 'হামারা সংবিধান, হামারা সম্মান' পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, সংবিধান তৈরির ৭৫ বছর পূর্ণ হবে বলে আমরা এই সংবিধান যাত্রা করছি।ভারতীয় ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু বলেছেন, আমি এখানে এসে খুশি। আমি যুবসমাজকে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেব। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, সংবিধান (তৈরির) ৭৫ বছর পূর্ণ করবে, তাই আমরা 'হামারা সংবিধান, হামারা সম্মান' উদযাপন করছি। আমি তরুণদের বলতে চাই দেশের উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে।

দিল্লির বাতাস এখনও দূষিত, যমুনার জলেও ভাসছে বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ জাতীয় রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগত মানের সূচক (একিউআই) এখনও ' খারাপ স্তরেই রয়েছে। এখনই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে শীতের দাপটও বাড়ছে দিল্লিতে। সোমবার সকালেও দূষণের কবলে ছিল দিল্লির ওয়াজিরপুর, জাহাঙ্গিরপুরী, আনন্দ বিহার, চাঁদনি চক এলাকা। ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল অক্ষরধাম, ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথও।দূষণ তো রয়েছেই, এরইমধ্যে দিল্লিতে যমুনা নদীর জল এখনও বিষাক্ত অবস্থায় রয়েছে। এদিন সকালেও দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জে যমুনা নদীতে বিষাক্ত ফেনা ভাসতে দেখা যায়। যমুনার জলের এই দূষণ মোটেও কমছে না। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা এখন স্বাভাবিক রয়েছে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। কুয়াশাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

হরদোইয়ে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৫, গুরুতর আহত ৪ জন

হরদোই, ২৫ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের হরদোই জেলায় বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। সোমবার ভোরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হরদোই পূর্বের এসিপি নৃপে ঃদ্র কুমার বলেছেন, আমরা খবর পাই, মালওয়া থানা এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসের কোনও যাত্রী সেভাবে আহত হননি।পুলিশ জানিয়েছে, হতাহতরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। তাঁদের বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে। সবাই বাঘৌলি থেকে কানপুর ফিরে যাচ্ছিলেন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিভিন্ন দিক থেকে সংসদের এবারের অধিবেশন বিশেষঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ বিভিন্ন দিক থেকে সংসদের এবারের অধিবেশন বিশেষ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০২৪ সালের শেষ পর্যায় চলছে এবং দেশ ২০২৫-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংসদের এই অধিবেশন বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংবিধানের ৭৫-তম বর্ষের সূচনা। আজ সংবিধান সদনে আমরা সবাই সংবিধানের ৭৫-তম বর্ষ উদযাপন করব।সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে সংসদে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল প্রমুখ। এরপর সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জনগণকে বারবার তাঁদের (বিরোধীদের) প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটা গণতন্ত্রের শর্ত যে, আমরা জনগণের অনুভূতিকে সম্মান করি এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করি। বিরোধী দলের কিছু সদস্য অত্যন্ত দাযিত্বশীল আচরণ করেন। তাঁরাও চান সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক।

জনসাধারণ যাঁদের ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে, যাঁরা নিজেদের সহকর্মীদের কথাকে উপেক্ষা করেছে, তাঁদের অনুভূতিকে অসম্মান করেছে এবং গণতন্ত্রের অনুভূতিকে অসম্মান করেছে। এখন বিশ্ব বড় আশা নিয়ে. ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সংসদের সময়ের ব্যবহার এবং সদনে আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে এটি বিশ্বস্তরে ভারত যে সম্মান অর্জন করেছে তা আরও শক্তিশালী করে।অন্যদিকে জনগণের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, এটাই সময়ের প্রয়োজন। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারতের ভোটাররা গণতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত, সংবিধানের প্রতি তাঁদের নিবেদন, সংসদীয় কার্যব্যবস্থার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস, সংসদে বসা আমাদের সকলকে জনগণের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এটাই সময়ের প্রয়োজন। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হল আমরা প্রতিটি বিষয়ের বিভিন্ন দিককে খুব স্বাস্থ্যকরভাবে সদনে তুলে ধরতে হবে, আগামী প্রজন্মও তা থেকে অনুপ্রেরণা পাবে। আমি আশা করি এই অধিবেশন খুবই ফলপ্রসূ হবে। আমি আবারও সকল সম্মানিত সাংসদদের এই অধিবেশনকে উসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ গুন্ডামি করে সংসদকে নিযন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের জনতা তাঁদের সব কর্মের হিসাব করে এবং সময় হলে তাঁদের শাস্তিও দেয়। তবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হল, নতুন সাংসদরা নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন শক্তিঃ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরানকোনও একটি দলের নয়, সব দলের। কিছু মানুষ তাঁদের অধিকার হরণ করে এবং তাঁরা সংসদে কথা বলার সুযোগও পায় না। কিন্তু যাদের ৮০-৯০ বার জনগণ ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাঁরা সংসদে আলোচনা হতে দেয.না। তাঁরা গণতন্ত্রের চেতনাকে সম্মান করে না, জনগণের আশা-আকাঙ্খার গুরুত্বও বোঝে না। জনগণের প্রতি তাঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই, তাঁরা জনগণকে বুঝতে অক্ষম।

বিজেপির পক্ষপাতদুষ্ট, হঠকারী মনোভাব সম্ভল হিংসার জন্য দায়ী ঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় মসজিদে সমীক্ষাকে ঘিরে হিংসার ঘটনায় বিজেপিকে দুষলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর মতে, বিজেপির পক্ষপাতদুষ্ট, হঠকারী মনোভাব সম্ভল হিংসার জন্য দায়ী। রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, সম্ভলের পরিস্থিতির জন্য বিজেপি 'প্রত্যক্ষভাবে দায়ী'। সম্ভলের জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল রাহুল গান্ধী লিখেছেন, উত্তর প্রদেশের সম্ভলে সাম্প্রতিক বিরোধের ঘটনায় রাজ্য সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট এবং হঠকারী মনোভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যারা হিংসা ও গুলিবর্ষণে নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। সব পক্ষের কথা না শুনে প্রশাসনের অসংবেদনশীল পদক্ষেপ পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে।

রোমে ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি ও রোম, ২৫ নভেম্বর ঃ ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ইতালির রাজধানী রোমে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, রোমে ভারতীয় এবং ভারতের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা খুব ভালো ছিল। রবিবার তিনি সেখানে ভারতীয় দূতাবাসের নতুন কার্যালয়ও উদ্বোধন করেন।উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার থেকে তিন দিনের ইতালি সফরে

গেছেন। জি-৭ গোষ্ঠীভুক্তঃ দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের অঙ্গ হিসেবে এক আউটরিচ সেশনে যোগ দিতে এস জয়শঙ্করের এই ইতালি সফর।প্রসঙ্গত, এই বৈঠকে ভারত অতিথি দেশ হিসেবে যোগ দিচ্ছে। বৈঠকের ফাঁকে বিভিন্ন দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে এস জয়শঙ্করের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। সফর চলাকালীন তিনি রোমে দশম ভূমধ্যসাগরীয় আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন। ইতালির বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আলোচনাচক্রের অয়োজন করেছে ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল স্টাডিজ।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত মোটরসাইকেল আরোহী

বাঁকুড়া, ২৫নভেম্বর ঃ এক ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মোটরসাইকেল আরোহীর। শনিবার রাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার পাটপুর লালবাজার এলাকায়। মৃতের নাম রমজান খান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।কোতুলপুর থানার পাটপুর লালবাজার এলাকায় বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। এই রেলপথ উঁচু করার জন্য বেশ কিছু ডাম্পার দিনরাত মাটি ফেলার কাজ করে চলেছে। শনিবার রাতে পার্শ্ববর্তী জয়রামবাটি এলাকায় ব্যবসার কাজ সেরে মোটরসাইকেল চড়ে গড়বেতা থানার ভেদুয়া গ্রামে নিজের বাড়িতে ফির ছিলেন রমজান খান। তখনই ঘটে দুর্ঘটনাটি। মাটি বোঝাই একটি ডাম্পারের নিচে পড়ে যান রমজান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ডাম্পারের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান এলাকার লোকজন। কোতুলপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

সমগ্র দেশ প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখছেঃকঙ্গনা রানাউত

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে খুশি অভিনেত্রী তথা সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। তাঁর মতে, সমগ্র দেশ প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখছে। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কঙ্গনা রানাউত বলেছেন, লোকসভা নির্বাচন হোক অথবা বিধানসভা নির্বাচন, সব জায়গাতেই বিজেপি কর্মীরা এবং আমাদের নেতৃত্বের সম্পূর্ণ সমন্বয় তৈরি হয়েছে। ভারত চায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের

সর্বত্র নেতৃত্ব দিন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থাকুক অথবা না থাকুক, মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ভোট দেয়।

বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু, স্মরণ করল গুগুল ডুডল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ সিঙ্গাপুরের রিসর্টস ওয়ার্ল্ড সেন্টোসায় সোমবার দোম্মারাজু গুকেশের ওপর নজর গোটা বিশ্বের দাবাপ্রেমীদের। তাঁরা নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে খেয়াল রাখবেন ৬৪ খোপের বোর্ডে। আর রুদ্ধশ্বাস এই খেলা স্মরণে রেখে এদিন গুগুল তৈরি করল তার ডুডল।ভারতীয় দাবা ভক্তেরা উসাহী থাকবেন আরও বেশি। কারণ, ১৮ বছরের গুকেশ যে ইতিহাস গড়ে ফেলতেই পারেন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে। সোমবার থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশ্বের সেরা দাবড়ু হওয়ার লড়াই, মুখোমুখি গুকেশ এবং চ্যাম্পিয়ন দিং লিরেন। ১৯৮৫ সালে গ্যারি কাসপারভ যখন আনাতোলি কারপভকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর। সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি চেন্নাইয়ের টিনএজারের সামনে।

অসম উপ-নির্বাচন ঃহয়-তো হেরেছি, তবে আমরা নিঃশেষ হব না, বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর ঃ উপ-নির্বাচনে আমরা হয়-তো হেরেছি, তবে কংগ্রেস এতে নিঃশেষ হবে না, দাবি অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। অসম বিধানসভার পাঁচ আসনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বানের ভোটগণনা গতকাল শনিবার সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে, বিজেপি এবং তাদের জোট-প্রার্থীরা বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। উপ-নির্বাচনে দলের পরাজয় সত্ত্বেও অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সভাপতি ভূপেন বরা প্রচণ্ড আশাবাদী।হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে এপিসিসি সভাপতি বরা, ' আমরা হয়-তো হেরেছি, কিন্তু আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবেই। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব।'আশা ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, ' জনগণ এর আগে যেভাবে আমাদের বিজয়ী করেছে, সেভাবে আমরাও পরাজয়ের সম্মুখিনও হয়েছি। বিজয.এবং পরাজয়, উভয়ই আমরা মাথা পেতে বিনয়ের সাথে

মেনে নিয়েছি। কিন্তু আজ মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেনি।'কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিডিয়া তুলে ধরেনি জিজ্ঞাসা করলে ভূপেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ' (হিমন্তবিশ্ব শর্মা) অসমের উন্নয়ন ছেড়ে, অসম থেকে মুখ ঘুরিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। গত চার মাস ধরে হিমন্তবিশ্ব শর্মা পার্টটাইম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁকে ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি যদি তাঁকে মহারাষ্ট্রে পাঠাত, তবে তারা সেখানেও হেরে যেত।'দলের পরাজয় স্বীকার করে কংগ্রেসের অগ্রগতির ওপর জোর দিয়েছেন ভূপেন বরা। বলেন, ' গান্ধী ওয়ানাডে আসনে জয়ী হয়েছেন, তাঁকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই।'অসম বিধানসভার পাঁচ আসনে দলের বিপর্যয় সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, ' সিঁদলি এবং বিহালিতে প্রচুর সমর্থন পেয়েছি। ২০২৫ সালে বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস। বিটিআর-এ বিজয় সম্পর্কে আমরা আত্মবিশ্বাসী। কেননা, অসম সহ বিটিআর-এর জনতা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন। তাঁরা আমাদের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সাহায্য করবেন।'এপিসিসি সভাপতি আরও বলেন, ' নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস হেরে গেলেও, দল অন্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভোট পেয়েছে। বলেন ধলাইয়ে আমরা আগের নির্বাচনের তুলনায় ৩০ হাজার ভোট বেশি পেয়েছি। এতে স্পষ্ট, বিজেপির দুর্নীতি এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা আমরা জনতার কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি।'রকিবুল হুসেইন তথা কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত সামাগুড়িতে নির্বাচনী হিংসার বিষয়ে কথা বলতে গিযে. ভূপেন বরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, ওই আসনে প্রচুন অবৈধ ভোট পড়েছে। অবৈধ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি-প্রার্থী। তিনি বলেন, ' জেলাশাসক, পুলিশ এবং নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

মহারাষ্ট্রে পরাজয় মানতে পারছেন না সঞ্জয় রাউত, এবার দুষলেন ইভিএম-কে

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর ঃমহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আঘাড়ি জোটের পরাজয় মেনেই নিতে পারছেন না উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। এবার ইভিএম-কে দুষলেন সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, মহারাষ্ট্রে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য ডি ওয়াই চঃদ্রচূ। (সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) দায়ী।সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এই নির্বাচনে ইভিএম একটি বড় ইস্যু ছিল, তাই আমরা বলতে চাই, এই ফলাফল থাকুক কিন্তু, মহারাষ্ট্রে কাগজের ব্যালটের মাধ্যমে এই নির্বাচন আরও একবার পরিচালনা করা হোক। তারপরে আমাদের দেখান যে ফলাফল একই... মহারাষ্ট্রে যা ঘটেছে তার জন্য (ডি ওয়াই) চন্দ্রচূড় দায়ী।

ট্রেন লাইনের ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি, দীর্ঘক্ষণ আটকে তেভাগা এক্সপ্রেস

বালুরঘাট, ২৫ নভেম্বর ঃ সোমবার বালুরঘাট থেকে কলকাতাগামী তেভাগা এক্সপ্রেস রওনা হতেই বিপত্তি। রামপুর স্টেশনের আগেই ওভারহেডের তার ছিঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। তবে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। ট্রেন অথবা যাত্রীদের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।সোমবার ভোর ৫টা ৪৫-এ রওনা দিয়েছিল ট্রেনটি। ৬টা ১০ মিনিটে মল্লিকপুর স্টেশন পার করে রামপুর স্টেশনের আগেই চৌদ্দমাইল এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। ফলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে আটকে থাকে ট্রেন। রেলের তরফে ইলেক্ট্রিফিকেশনের ওই তার মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি, মঙ্গলে সংবিধান দিবস উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃসোমবার এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। মঙ্গলবার উদযাপন হবে সংবিধান দিবস, এরপর পরের দিন (বুধবার) পুনরায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বসবে। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, চলবে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম দিন সংসদে আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা।সোমবারই বিরোধী সাংসদরা, যারা ওয়াকফ (সংশোধন) বিল ২০২৪-এর সংসদের যৌথ কমিটির সদস্য তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেছেন। বিরোধী সাংসদদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, এআইএমআইএম সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েইসি প্রমুখ। স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সঞ্জয় সিং বলেছেন আমরা লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তিনি আমাদের সমস্যাগুলি শুনেছেন।

সাইকেল চালিয়ে সংসদে এলেন কালিশেট্টি, চমকে দিলেন টিডিপি সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে। বিগত কয়েকদিনের তুলনায় সোমবার দিল্লির বাতাসের গুণগতমানের সামান্য উন্নতি হলেও, এদিনও রাজধানীর বাতাসের গুণমান ছিল মন্দ। এই আবহে সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন সাইকেল চালিয়ে সংসদে এলেন তেলুগু দেশম পার্টির সাংসদ আপ্পালা নাইডু কালিশেট্টি।হলুদ রঙের সাইকেল চালিয়ে সংসদে এসে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন টিডিপি-র এই সাংসদ। কেন সাইকেল চালিয়ে সংসদে এসেছেন, তাও জানিয়েছেন টিডিপি সাংসদ। তিনি বলেছেন, দিল্লির দূষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সাইকেল চালিয়ে এসেছি। দূষণ খুবই বিপজ্জনক এবং নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

সম্ভলে হিংসায় মৃত্যু বেড়ে ৪, মসজিদের কাছে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

সম্ভল, ২৫ নভেম্বর ঃশাহি জামা মসজিদে সমীক্ষাকে ঘিরে রবিবার অশান্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর প্রদেশের সম্ভল। সেই হিংসার ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। হিংসার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের, মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪। সম্ভলে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহিরাগতদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। ইন্টারনেট ও স্কুল আপাতত বন্ধ রয়েছে।অপরাধীদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।সম্ভলের পুলিশ সুপার কৃষ্ণ কুমার বিষ্ণোই বলেছেন, আমাদের সাব-ইন্সপেক্টর দীপক রাঠি যিনি গতকাল আহত হযেছেন, তিনি ৮০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জিয়া উর রহমান বারক এবং সোহেল ইকবালকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। গতকালের ঘটনায় ১৫ জন পুলিশ আহত হয়েছেন। ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৫নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ৮ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা৫৫মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিযে.সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্তঃ আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

১৭ ডিগ্রির ঘরেই কলকাতার তাপমাত্রা, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে শীতের পরশ

দরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। শীতের আমেজও অনুভূত হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া থাকবে মূলত শুস্কই। আগামী ৪-৫ দিনে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না। নতুন করে তাপমাত্রা খুব বেশি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। সোমবারও কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। এদিন সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে আগামী তিন দিন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কুয়াশা থাকতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায়।

চারতলার ছাদ থেকে পড়ে আত্মঘাতী পড়ুয়া

নিউবারাকপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ মায়ের সঙ্গে বচসা করে অভিমানে চারতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল বছর ১৪ যুবতী ছাত্রী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার অন্তর্গত পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের এস এন ব্যানার্জি রোড এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম পারশ্মিতা মজুমদার। জানা গিয়েছে, আদি বাড়ি হাওড়ার জগবল্লভপুর থেকে গত কয়েক বছর হল ফ্ল্যাট কিনে মজুমদার পরিবার এসেছিলেন নিউ বারাকপুর এই এলাকায়। প্রতিদিন কার মতো মা-ই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন স্কুলে, পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তেমন ছবিই দেখতেন। এলাকায় প্রতিবেশী দের সাথে সেরকম ভাবে মেলামেশা করতেন না মজুমদার পরিবার। গতকাল রাতে মায়ের সঙ্গে বচসা হয় ওই তরুণী ছাত্রীর। এদিন সকালে বাবা প্রদীপ মজুমদার কাজে চলে যান, দাদাও ল কলেজে বেরিয়ে গেলে তারপরই ওই তরুণী ছাত্রী নিজেদের ফ্ল্যাটের চারতলার ছাদে উঠে, সেখানে কার্নিশ থেকেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। রাস্তায় বিকট আওয়াজ শুনে আশপাশের মানুষজন বেরিয়ে এসে দেখেন মর্মান্তিক দৃশ্য। এরপরই স্থানীয়রা পড়ুয়াকে উদ্ধার করে তাকে বারাসাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। মৃত ছাত্রী পারস্মিতা মজুমদার এর দাদা জি মজুমদার জানান, বাড়িতে তেমন কিছু ঘটনা হয়নি, যার কারণে বোন এমন সিদ্ধান্ত নেবে। সকাল থেকে পেটে ব্যাথা করছিলো বলছিল। মা এর সাথে তেমন কিছুও হয়নি, প।াশোনা করা নিয়ে যেমন বকাবকি হয় তেমনই হয়েছে। তখন দাদা জি মজুমদার বা।তিতেই ছিলেন, তবে পরবর্তীতে ল ইনস্টিটিউটে পড়তে বেরিয়ে যায় সে। তারপরই বাড়ি থেকে ফোন যায় বারাসত হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। বোন সল্টলেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ত। খুব ভীতু প্রকৃতির মেয়ে ছিলো পারস্মিতা, অন্ধকারও খুব ভয় পেতে। সেই মেয়ে এমন কাজ করবে দাদা কিছুতেই ভাবতে পারছে না।

বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়ঃ গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় হিংসাত্মক ঘটনায় বিরোধীদের নিশানা করলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর মতে, বিরোধীরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, বিরোধীদের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, গোধরা ঘটনার মতো এটি বিরোধীদের পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল। গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, এই হামলা সার্ভে টিমের ওপর আক্রমণ নয়, ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ছিল। তাঁরা দেশকে জ্বালিয়ে দিতে চায়, তাঁরা সম্ভলকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়। যারা মারা গেছে, হামলাকারীদের গুলিতে, পুলিশ নয়, ময়নাতদন্ত থেকে এটা পরিস্কার। দেশ এটা সহ্য করবে না।

উলুবেড়িয়ার কালীবাড়ীতে ঐতিহাসিক রাসমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, মহকুমা শাষক মানষ কুমার মন্ডল,উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ, সমাজসেবী গৌতম ঘোষ প্রমুখ। ছবি-মতিয়ার রহমান।

তুষারপাতের জেরে কাশ্মীর উপত্যকায় বাড়ল ঠান্ডা, কমেছে তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ২৫ নভেম্বর ঃ উঁচু এলাকায় তুষারপাতের পর কাশ্মীর উপত্যকায় ঠান্ডা বেড়েছে এবং তাপমাত্রা কমেছে। সোমবার গুলমার্গ এবং পহেলগামের মতো পর্যটন স্থানগুলিতে ছিল সবচেয়ে.বেশি ঠান্ডা। আবহাওয়া. কেঃদ্রের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তুষারপাতের পরে, গুলমার্গের স্কি রিসোর্টে রবি ও সোমবার মধ্যবর্তী রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। যেখানে আগের রাতে এটি ছিল মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস । শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার শ্রীনগর এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে আকাশ মেঘলা ছিল। সোমবার কাজিগুন্ডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কুপওয়ারায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের কোকেরনাগের পিকনিক স্পটে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত আবহাওয়া সাধারণত শুষ্ক থাকতে পারে। এছাড়াও, ১ ডিসেম্বরে আরেকটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া স্বাভাবিক শুষ্ক থাকবে বলে জানান তিনি।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড শ্রীভূমির বাকরশালে, ভস্ম রবার ফ্যাক্টরি

শ্রীভূমি (অসম), ২৫ নভেম্বর ঃ শ্রীভূমি জেলা সদরের উপকণ্ঠ বাকরশালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গেছে একটি রবার ফ্যাক্টরি। ঘটনা আজ সোমবার বিকালে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বাবা হোটেলের কাছে সংঘটিত হয়েছে। আগুনে প্রায় দশ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী ফারুক আহমেদ। রবারের জ্বালানি থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তবে দমকল বা পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে এখনও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে শ্রীভূমি সদর থেকে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অকুস্থলে দ্রুত ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী। তবে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী পৌঁছার আগেই গোটা ফ্যাক্টরিটি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে শ্রীভূমি সদর থানার পুলিশ।

হুগলির চাষিদের বক্তব্য, গত বছরের চেয়ে এবার আলুর বীজের দাম অনেকটাই বেশি

দরন্ত বার্তা, ২৫ নভেম্বর ঃ খুচরো বাজারে আলুর দাম কমাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। বাজার পরিদর্শন করছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। এবার, আলুর বীজের দাম নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চাষিদের বক্তব্য, গত বছরের চেয়ে এবার আলুর বীজের দাম অনেকটাই বেশি। এমনকি, সারের কালোবাজারি হচ্ছে বলেও অভিযোগ। আলু চাষ করতে খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আলু চাষ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। বাজারে এখন চন্দ্রমুখী আলুর বীজের দাম বস্তা প্রতি (৫০ কেজি) ৪ হাজার টাকা। আর জ্যোতি আলুর বীজের দাম বস্তা প্রতি ৩ হাজার টাকা। বছর পাঁচেক আগে রাজ্য আলু বীজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু, তার সুবিধা রাজ্যের কৃষকরা এখনও পাননি। যার ফলে পঞ্জাবের উপর নির্ভর করতে হয় এ রাজ্যের চাষিদের। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছে আসাধু বীজ ব্যবসায়ীরা। চাষিদের বক্তব্য, খুচরো বাজারে আলুর দাম বাড়লেই নজর পড়ে প্রশাসনের। অথচ বীজ আলুর

দাম নিয়ে কোনও নজরদারি নেই। সঙ্গে সারের কালো বাজারি। যার জেরে আলু চাষের খরচ কয়েকগুণ বা।ছে। আগামী বছরও সাধারণ মানুষকে চড়া দাম দিয়ে আলু কিনতে হবে বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা। এবছর আলু চাষ এমনিতেই পিছিয়ে গিয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া না হওয়ার কারণে ফলন কম হওয়ার আশঙ্কা কৃষকদের। এবছর চন্দ্রমুখী আলু চাষের জন্য আবহাওয়া একেবারেই অনুকূল নয়। ফলে আগামী বছর বাজারে চন্দ্রমুখীর মুখ দেখা নাও যেতে পারে বলে আশঙ্কা চাষিদের।আলু বীজের দাম নিয়ে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারম মান্না বলেন, পঞ্জাব থেকে রাজ্যে আলু বীজ আসছে। ফলে দামের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও হাত নেই। তবে কালোবাজারির অভিযোগ এলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, এরাজ্যের চাষিদের কথা ভেবে বীজ আলু তৈরি করা হচ্ছে। চাহিদা বা।লে আগামী বছর থেকে বেশি করে বীজ উৎপাদনের উপর নজর দেবে সরকার। সারের কালোবাজারি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, অভিযোগ পেলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বীজ আলুর অতিরিক্ত দামের অভিযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আলু বীজ ব্যবসায়ীর রাজ্য সম্পাদক স্বপন সামন্ত বলেন, প্রথম দিকে আলু বীজ চড়া দামে বিক্রি হলেও তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বর্তমানে আলু বীজের দাম স্বাভাবিক।

দুঃসাহসিক ডাকাতি কুলতলিতে, পরিবারের সদস্যদের বেঁধে চলল লুটপাট

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৫ নভেম্বর ঃ দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত গড়ানকাটি গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্া লখাই ঘাটার বাড়িতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের হাত, পা, মুখ বেঁধে ডাকাতি করে। নগদ টাকা, সোনা ও রূপোর গয়না মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার ভর সন্ধ্যায় বাড়িতে ছিলেন পরিবারের সকল সদস্য। হঠাৎ করেই নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি। তারা দরজার কাছে আসতেই লোডশেডিং হয়ে যায় বাড়িতে। অন্ধকারের মধ্যে কে বা কারা নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো, তা বুঝে ওঠার আগেই ডাকাত দল ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে পরিবারের সদস্যদের হাত, পা বেঁধে বাড়িতে থাকা নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের একটি শিশুর হাত খোলা অবস্থায় ছিল, ওই শিশুই তার মায়ের হাত খুলে দেয়। এরপর অন্যান্য সদস্যদের হাত খোলার পর তাঁরা প্রতিবেশীদের ডাকেন। বাড়িতে আসেন আজিজুল মিস্ত্রি নামে এক প্রতিবেশী। তিনি পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। ডাকাতির মামলা রজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ডাকাতির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

শীতের প্রথম একসাথে তিনটে বাঘের দর্শন পর্যটকদের সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৫ নভেম্বরঃ শীতের শুরুতেই বাঘের দর্শন সু ন্দরবনে। খুশি পর্যটকেরা। হাল্কা শীতের আমেজ গায়ে মেখে বাচ্চাদের নিয়ে সু ন্দরবনে ঘুরছে বাঘিনী। সু ন্দরবনের বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্পে সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি হলো রবিবার পর্যটকদের হাতে। কখনও নদীর পাড়ে শুয়ে,কখনও আবার ঝোপে লুকিয়ে, কখনও আবার নদীর জলে মুখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে বাঘ। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ ভাবে দক্ষিণ রায়ের দেখা পেয়ে খুশিতে আত্মোহারা পর্যটকরা। রায়দিঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্প থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন প্রতি বছর শীতে হয়।আর তারই টানেই প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক আসেন এখানে। এর আগেও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলেছে। কখনও বনি ক্যাম্পের কাছে নদীর ধারে, কখনও আবার ঝোপের আড়ালে দেখা গিয়েছে তাদের।

প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকেরা জানালেন, ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে রয়েছে দক্ষিণরায়।আর তাঁর দর্শনে আমরা মনোমুগ্ধ। এই শীতের মরশুম জুড়েই বাঘের দেখা মেলে

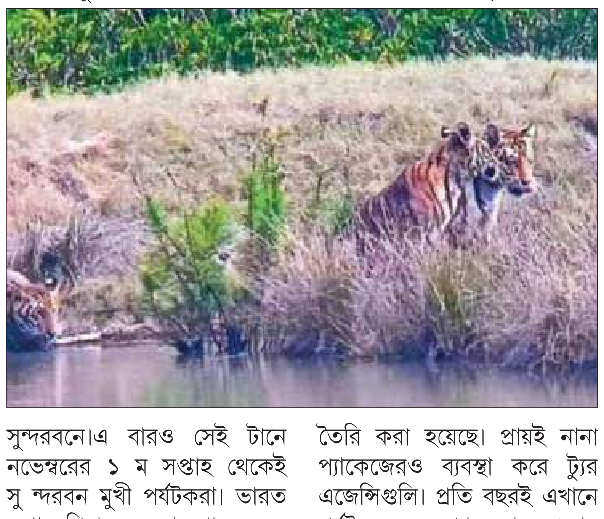

সুন্দরবনে।এ বারও সেই টানে নভেম্বরের ১ ম সপ্তাহ থেকেই সু ন্দরবন মুখী পর্যটকরা। ভারত তথা এশিয়ার বৃহ ম্যানগ্রোভ জঙ্গল এই সু ন্দরবন। বর্ষা হোক বা শীত,প্রতি বছরই এই জঙ্গলে বাঘকে দেখতে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। তবে বর্ষায় সু ন্দরবন এক রকম সু ন্দর,আর শীতের সৌন্দর্য আলাদা। গত কয়েক বছরে সু ন্দরবনকে সাজিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পরিবেশবান্ধব ,গেস্ট হাউজ. তৈরি করা হয়েছে। প্রায়ই নানা প্যাকেজেরও ব্যবস্থা করে ট্যুর এজেন্সিগুলি। প্রতি বছরই এখানে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে।আর পর্যটকদের আনাগোনা বা।লে স্থানীয় মানুষদেরও উপার্জন ভালো হয়। তাই তিনমাস তাঁরা অপেক্ষায় থাকে। আর দক্ষিন রায় তাদের সে আশা পূরণ করার কাজ শুরু করেছে।

রোগী মৃত্যু এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, উত্তেজনা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২৫ নভেম্বর ঃ রোগী মৃত্যু এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে । কাচের দরজা ভেঙে দেওয়া হয় মৃত রোগী রাজারাম প্রজাপতির পরিবার এবং পাড়ার লোকজনের পক্ষ থেকে । একই সাথে অন্য আরেকটি রোগী পরিবার হাসপাতালে ডাক্তার এবং নার্সদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । ঘটনাস্থলে উত্তরপাড়া থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনে । জানা যাচ্ছে বছর ৬৫র রাজারাম প্রজাপতি বালির বাসিন্দা । রবিবার পায়খানা বমির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সোমবার তার মৃত্যু হলে সঠিক চিকিৎসার করা হয়নি। এমন অভিযোগ তুলে ভাঙচুর চালায় তার প্রতিবেশীরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গোটা উত্তরপাড়া স্টেশন হাসপাতাল চত্বরে । উত্তরপাড়া

ডাক্তার এবং নার্সরা । পাশাপাশি অন্য একটি রোগী পরিবার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । কার্যত ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে কোনোভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

লিলুয়ার চামরাইলে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত তরুণী

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ২৫ নভেম্বর ঃ লিলুয়ার চামরাইলে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত তরুণী, জখম আরও ৪ মহিলা। ঘাতক গাড়ির খোঁজ চলছে। হাওড়ার কোনা হাইওয়ের লিলুয়া চামরাইলে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত তরুণী, আহত আরও ৪। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে লিলুয়ার চামরাইল পেট্রোল পাম্পের উল্টোদিকের সিমেন্ট কারখানার সামনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম আফসানা খাতুন (২১)। উত্তরাখন্ডের রামনগরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি ৫ জন মহিলাকে নিয়ে মধ্যমগ্রাম থেকে আলমপুরের দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচ মহিলাই জখম হন। আহতদের নিয়ে আসা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানেই আফসানা খাতুনের মৃত্যু হয়। ঘাতক গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

রুবির কাছে যুবকের দেহ উদ্ধার মিলল স্কুটার

দরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ কলকাতার রুবির কাছে মঃ দরপাড়া এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে যায় আনন্দপুর থানার পুলিশ। দেহের পাশ থেকে একটি স্কুটারও উদ্ধার করা হয়েছে। যুবকের মৃত্যু কীভাবে হল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই যুবকের নাম ও পরিচয় এখনও জানতে পারেনি পুলিশ।

নয়াপুটে রাস উৎসব ও মহোৎসব শেষ

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৫ নভেম্বর ঃ কাঁথি ১ ব্লকের নয়াপুট অঞ্চলের বকসিসপুর রাস উৎসব কমিটির আয়োজনে রাস উৎসব ও মহোসব অনুষ্ঠান শেষ হল। উৎসবে গ্রামের সকল মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল। শেষ দিন হয় অন্ন ভোগ বিতরন। পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বসে অন্ন ভোগ গ্রহন করেন। অন্ন ভোগ বিতরনের শুভ সূচনা করেন কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের অধ্যাপক ড, চন্দন মন্ডল। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু দোকানপাট বসে। মেলা বেশ জমজমাট আকার ধারণ করে।

ডোমজুড় বাসস্ট্যান্ডে বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু

অচৈতন্য অবস্থায় বাসস্ট্যান্ডের রাস্তায় পড়ে থাকা এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ৬৩ নম্বর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জেলা পরিষদ বিল্ডিংয়ের কাছে রাস্তা থেকে অচৈতন্য অবস্থায. ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যক্তির নাম বিফল দাস (৬৯)। তাঁর বাড়ি ডোমজুড় থানা এলাকার রাঘবপুর লাঙলপাড়ায়। এদিন সকাল ন'টা নাগাদ ওই ব্যক্তিকে রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে, কি কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

খেমচি নদীর চর দখল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আশঙ্কা স্থানীয় বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ নদীর চড়ে কংক্রিটের দেওয়াল নির্মাণের অভিযোগ, এই নির্মানের ফলে যে কোন মুহূর্তে নদীর গতিপথ করতে পারে। নকশালবাড়ির খেমচি নদীর চর দখল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। নকশালবাড়ি রায়পাড়ার বুক চিরে বয়ে গেছে খেমচী নদী। বর্ষায় ভয়াল রূপ ধারণ করে এই নদী। দুপাশের বেশ কিছু এলাকা প্রতিবছর প্লাবিত হয়ে নদী গর্ভে চলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই দেওয়াল তোলার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হবে। সে ক্ষেত্রে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের আরও বেশি বিপদের সম্মুখীন হতে হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন ঘোষ ও বিক্রম ঘোষরা জানান। বিষয়টি নিয়ে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান। অন্যদিকে নির্মানকারী মানিক ঘোষের দাবি প্রতিবছর নদীর জন্য জমি ভেসে নিয়ে যায়। তাই দেয়াল তুলে জমি বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ দেওয়ালটি তার জমির উপরে নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজি ঘোষ, এলাকা পরিদর্শন করে জানান, কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে দ্রুত সেচ দপ্তরকে দিয়ে.জমিটি জরিপ করিয়ে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বহড়ু থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ নভেম্বর ঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর জেলা পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তপরতায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে জয়নগর থানার বহড়ু স্টেশন রোড লাগোয়া জামাই পাড়া থেকে রাজু লস্কর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় রবিবার রাতে। আর সেই বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। সোমবার বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বহড়ু এলাকার একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৩৮৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে রবিবার রাতে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।এদিন ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে মাদক অভিযানে নেওয়া হয়, আর তাতেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয় রাজু লস্কর নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে এই গাঁজা গুলির জমা রাখা হয়েছিল। আমরা তদন্ত করে জানতে পারি মগরাহাট থানার যুগদিয়ার জাকির গায়েন ও রবিউল গায়েন রাজু লস্করকে সঙ্গে নিয়ে এই কারবার বহু দিন ধরে চালাত।তিনজনের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করা হয়েছে এবং রাজু লস্করের ঐ ঘরটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ৩৮৫ কেজি গাঁজা এদিন আদালতে তোলা হয়।

পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ নভেম্বর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাবে প্রশাসন সামলাচ্ছেন। আর পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের কাজ গুলোকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিটা ব্লকে পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেই মতো সোমবার জয়নগর টাউন হলে জেলা পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সরকারি কর্মীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস ও তনয় মুখার্জি, বারুইপুর মহকুমার পঞ্চায়েত দপ্তরের আই এস ডি পি পিয়ালি দাস ও শেখ মোজাম্মেল। এদিন উন্নয়ন বিষয়ক এই কর্মশালায় অংশ নেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত দপ্তরের একাধিক কর্মাধ্যক্ষ,১২ টি পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সরকারি আধিকারিকগন। কিভাবে গ্রামে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন।

স্কুলে 'দুষ্টুমি'র অপরাধে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ নভেম্বরঃ স্কুলে 'দুষ্টুমি'র অপরাধে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের করলো আহত ছাত্রের পরিবার। অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার একটি স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার হাওড়ার ওই উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রকে স্কুলে 'দুষ্টুমি'র অপরাধে পরদিন প্রধান শিক্ষক ছাত্রের অভিভাবককে স্কুলে ডেকে পাঠান। অভিযোগ, পরদিন শনিবার ছাত্রের মা স্কুলে এসে দেখেন তাঁর ছেলেকে সকলে মিলে শুশ্রূষা করছেন। মুখে, চোযালে, এবং শিরদাঁড়ায় রীতিমতো আঘাত পেয়েছে সে। এরপর ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যান তিনি। বাড়িতে ফের 'অসুস্থ' বোধ করায় ওই ছাত্রকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে পুরো বিষয়টি জানার পর আহত ছাত্রের পরিবার হাওড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রসঙ্গত, স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্তের শাস্তি এবং তাঁকে স্কুল থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়ে ছাত্রের পরিবার হাওড়া থানা অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সাক্ষরতা বৃদ্ধি

সম্পাদকীয়

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি হল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু অনলাইন পড়াশুনা কতখানি বাংলার পড়ুয়াদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক। শিক্ষা বিষয়ে সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় আশি শতাংশের বেশি শিক্ষা হার হয়েছে। এই রাজ্যে মাত্র নয় দশমিক চার শতাংশ পরিবারের কম্পিউটার রয়েছে। মাত্র ষোল দশমিক পাঁচ শতাংশ পরিবারের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা রয়েছে। গোটা দেশের চিত্রটা একেবারে ভালো নয়। মাত্র দশ দশমিক সাত শতাংশ মানুষের কাছে কম্পিউটার রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থা সুবিধা পায় মাত্র তেইশ দশমিক আট শতাংশ। দিল্লি কেরল হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবকে বাদ দিলে সব রাজ্যের অবস্থা একেবারে করুণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বারবার একটি কথা বলেছেন, অতিমারি প্রকোপে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের ধরন একেবারে পাল্টে যায়। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট নির্ভরতা অনেকটা বেড়ে যায়। এদিকে সবাই যাতে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সরকার সচেষ্ট। গরীব ছেলেমেয়েরাও এখন কম্পিউটার ব্যবহার করছে। কেরল সরকার প্রতিটি ছাত্রদের হাতে একটি করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তুলে দিয়েছে। পাঞ্জাব সরকার একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলা এবারে ছাত্রদের অ্যাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে। যে বাংলা আগে শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম ছিল সেই বাংলা এখন এবারে দশম স্থান অধিকার করেছে। কেরল রয়েছে এক নম্বর স্থানে। আসলে কেরল শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে বেশি করে জোর দেয়। আর বাংলা শুধু রাজনীতি করাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেরলে স্কুল কলেজে ছাত্ররা রাজনীতি করে না। তাদের যে সংগঠন রয়েছে তা শুধু ছাত্র সংগঠন। সেখানে কোনও দলীয় রাজনীতির প্রবেশ দেখতে পাওয়া যায় না।

ছাত্ররা রাজনীতি

ছাত্ররা রাজনীতি করে। তা শিক্ষা কেন্দ্রে বাইরে। শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে নয়। দেশে যে অনলাইন পড়াশুনা চালু হয়েছে সেখানে মাত্র শতাশ শতাংশ পড়ুয়ারা ল্যাপটপ কিংবা স্মার্টফোন পাচ্ছে না। আঠাশ শতাংশ ছাত্র বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সমস্যায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। এখনও বহু গ্রামাঞ্চল এলাকার ছাত্ররা ইন্টারনেট সংযোগ না পাওয়ার ফলে তারা পড়াশুনা ঠিক মতো করতে পারছে না। এমনকী অনলাইন পরীক্ষা দিতে পারছে না। ফলে তাদের কথাকে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্রদের ওপরে চাপ সৃষ্টি না করে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। দক্ষিণ রাজ্যগুলো সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবারে দশম স্থান অধিকার করেছে বলে সমীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দশম স্থান পাওয়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বর্তমান সরকার শিক্ষা নীতি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কেরল এবং পাঞ্জাব সরকার যেমন ছাত্রদের ইন্টারনেট পরিষেবা থেকে শুরু করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্মার্ট ফোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে ক্লাস নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে সেটা করাদ্দর চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সরকার যদি সচেতন হচ্ছে। সরকার এখন উদাসীন হয়ে বসে থাকছে না। তার ফলে ছাত্ররাও অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছে। আজকে যারা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়েছে বা ক্লাস করেছে তারা কতখানি শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে তা নিয়ে কোনও সময়ে যদি সমীক্ষাও করা হচ্ছে। ভালো বা মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্ররাই অনলাইন পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া ব্যাপারে আগ্রহী। শিক্ষার নাম করে প্রহসন করা চলবে না বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশ ক্রমশ শিক্ষা, অর্থনীতি থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মনের মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব। ভবিষ্যতের চিত্রটাকে ভালো করে উপলব্ধি করা চেষ্টায় ব্রতী সরকার। ধোঁকা দিয়ে পাশ করানোর রাস্তা বন্ধ। মনের শিক্ষার অভাবকে দূর করানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মনের শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেরশিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার রাস্তা বের করতে সরকার সক্রিয়। সমস্যার সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে আগ্রহী। ছাত্রছাত্রীরা মেধাবী হলেও তারা টাযে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার রাস্তা তৈরি করতে আগ্রহী বর্তমান সরকার। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। দুই একজন ছাত্ররা ইতিমধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে বলেই এখনও পশ্চিমবঙ্গের নামটা শোনা যায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তার হারানো শিক্ষা পরিবেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্ব শিক্ষা অভিযানকে সফল করে তোলাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতের মূল মন্ত্র।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

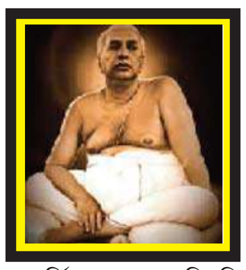

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে।

ইতিহাসের পাতা থেকে

বাংলার গুপ্ত সমিতি এবং স্বদেশি আন্দোলন

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৯৯ সালে জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারত সফরে। কলকাতায় সেই সময়ে সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। বাংলার নবজাগরণে ক্ষেত্রে এই বাড়ির ভূমিকা প্রণিধান যোগ্য। তিনি কলকাতায় এলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সভার আয়োজন করেছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র এবং তেঘড়িয়ার জমিদার শশীভূষণ রায় চৌধুরী। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও এই সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলের কাছে চিত্রশিল্পী ওকাকুরা একটি প্রশ্ন করেছিলেন, '' ভারতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজ এদেশ পরাধীন কেন, আর সাহিত্যিকরাই বা কেন এ পরাধীনতা মোচনে নিশ্চিন্ত?'' (অগ্নিযুগ)। এই মৃদু ভর্ৎসনা প্রমথনাথের মনকে আঘাত করে। সভার পরে তিনি শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত স্থির করা হল যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আগে একদল শক্ত মানুষ তৈরি করতে হবে। এর ফলে দোল পূর্ণিমার দিন ১৯০২ সালে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস। তখন তিনি দেশবন্ধু রূপে পরিচিতি লাভ করেননি। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র বসু।

Around 1900, the Atmonnati Samati of Calcutta started by Satish Mukherjee and Nibaran Bhattacharya grew into a revolutionary group under the leadership of Bipin Behari Ganguly. This group used to work in cooperation with the Anushilan Samati, which was founded in Calcutta in 1902 with barrister Pramatha Nath Mitra as president and Chittarajan Das and Aurobindo Ghosh (later Rrishi Aurobindo of Pancherry) as vice-presidents, and the Jugantar Dal, when it came into being as an off -stood of the Anushilan Samity in 1906 on the insistence of Aurobindo's maverick brother, Barin Ghosh. The Anushilan Samity formed a branch in Dacca in 1906, which soon emerged as an active and Independent organisation in 1907 under the able and charismatic leadership of Pulin Behari Das (1877-1949). There was another active revolutionary group- the Sarathi Yubak Mondali - that " was perhaps second only in importance to the Anushilan Samiti for the numbers of persons included in its ranks who actually took part in the crimes of violence" (Kolkata and its police A history of city police from Charnock's

to present day, Page-300-301).বিবেকানন্দ এই সমিতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। তার কারণ দুই তিন মাস পরেই স্বামীজী দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এই গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সমিতিতে বিভিন্ন সময়ে এসে যুবকদের স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। সমিতির বিপ্লবী কাজকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য স্বাধীনতা সংক্রান্ত নিজের সংগৃহীত থেকে দুশোটি মূল্যবান বই দিয়েছিলেন। অনুশীলন পরিচালক সমিতির পাঁচ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ১৯০৩ সালে গায়কোয়ার সারাজীরাও কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন। স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দ একজন ছিলেন। বরোদাতে যে কদিন ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা সেই ক'দিন বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হতো। নিবেদিতা সেই সময়ে গায়কোয়াড়ের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, এ সম্পর্কে কোনও কথা বলতে গেলে অরবিন্দের মাধ্যমে তা করতে হবে। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, গায়কোয়াড় সায়জী রাও নিবেদিতার কথা শুনে মৌন ছিলেন এবং পরে অরবিন্দের নিকট এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপন করেন নি।' এ প্রসঙ্গ শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে নিবেদিতা বরোদায় গিয়েছিলেন কিনা তাঁর স্মরণ নেই। তবে তিনি সেখানে কয়েকদিন রাজকীয় অতিথি হিসাবে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখছেন-''We spoke of politics and other subjects. I was very much enamoured at the time of her book, 'Kali the mother' and I think we soke of that, she had heard, she said, that I was a worshipper of force, by which he meant that I belonged to the secret revolunary party like herslf. I was present at her interview with the Maharaja whom she invited to support the secret revolution. She told him that he could communicate with her through me. (Aurobindo on hemself and Mother P.97) " ভগিনী নিবেতাকে নিয়ে বিপ্লবী সমিতির প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন-''After I had started revolutionary work in Bengal through certain emissaries S (যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্র) I went there personally to see and arrange things myself. I found a number of small groups of revolutationaries that had recently sprung into existance but all scattered and acting without reference to each other. I tried to unit them under a single organistation with the barrister P. Mitra as the leader of the revolution in Bengal and central council of five persons, one of them being Nevidita, was formed. The work under P. Mitra spread enormously and finally contained tens of thousnads of youngmen and the spirit of revolution spread by Barin's paper Yuganta became general in young generation. (Aurobindo on hemself and Mother)" কংগ্রেসের দলের তখন লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া নয়। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা। দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস দল তখন পরিচালিত হচ্ছে। ফলে তার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লব করার কোনও স্বাদ খুঁজে পেলেন না। তিনি তখন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যে বাংলায় গিয়ে গুপ্ত সমিতি তৈরি করে সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পাশে পেয়ে গেলেন নিবেদিতা এবং সরলা দেবী ঘোষালকে। এদের উৎসাহে অরবিন্দের বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হতে থাকলো। তাঁর সব সময়ে সঙ্গী ছিলেন অক্লান্ত কর্মী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ফলে গুপ্ত সমিতি তৈরি করা কোনও ব্যাপার হয়ে থাকলো না। অরবিন্দ নেতৃত্ব দিতে থাকলেন আর বারীন্দ্রকুমার সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি এবং তাকে মজবুত করার দিকে মন দিলেন। আসলে আগে থেকে বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি করে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে ভারত থেকে বিদেশি শক্তিকে বিতারিত করতে হবে।

ভারত বন্ধুত্ব চায় নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী

ভারতকে পাশে রাখতেন নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান বন্ধুত্ব রাখতে চায়। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাক যে বিবাদ রয়েছে তার অবসান করতে হবে। প্রতিটি পাক প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর ছাড়া কোনও কথা বলতে পারেন না। ভারত আর কাশ্মীর নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চায় না পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে কাশ্মীর ভারতের অংশ। ভারতের অংশ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান বিপাকে। তারা এখন কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কোথাও কোনও কথা বলতে পারছে না। কাশ্মীরকে সমানে রেখে যারা এতকাল ধরে সুখভোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের অবস্থা একেবারে কাহিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে কাশ্মীরের কোনও নেতাকে আর টাকা দেওয়া চলবে না। জানা গিয়েছিল যে এক সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাথা ঠাণ্ডা করতে ভারত সরকার নাকি আগে টাকা দিত। সেই দিন একেবারে উবে গিয়েছে। আগে লালবাগে কোনও দিন ভারতের পতাকা উড়তে দেখা যেত না। এখন সেখানে জাতীয় পতাকা এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে ১৫ আগস্ট। পাকিস্তানে যারাই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তারাই কিন্তু ভারত বিরোধী কথা বলে গদিতে বসেছেন। ভারত বিরোধী কথা না বলে পাকিস্তানের গদি পাওয়া একেবারে অসম্ভব সেটা নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভালো করেই জানেন। তাঁর দাদা নওয়াজ শরিফকে গদি ছেড়ে দিতে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল ভারত প্রেম। ভারত প্রেম করলেই পাকিস্তানের গদিতে থাকা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে সেটা সেখানকার সব রাজনৈতিক নেতারা জানেন। পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যামেসম্বিল প্রতিটি সাংসদই ভারত বিরোধী। তারা ভারত বিরোধী কথা না বলে নির্বাচনে বিপুল ভোট পাবেন না। সত্তর বছরের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুকে সামনে ভারত প্রেমের কথা বলেছেন। কিন্তু ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে একটি কথাও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। কাশ্মীরের মতো বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করছেন শাহবাজ। দুটো দেশ মিলে শান্তির পথ খোঁজা এবং উন্নয়নের দিকে বেশি করে নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন শাহবাজ। প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখেও শান্তির বার্তা ছিল। পাক প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বৈঠক করার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। জঙ্গি হামলা বন্ধ করার দিকে তিনি বেশি করে মনোযোগী হবেন বলে আশা করছেন। ভারতের পাক জঙ্গিরা প্রবেশ করে যাতে হামলা না করতে পারে তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে বলে আশা করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশ মিলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কথা বলেছেন ভারত প্রধানমন্ত্রী। তবে শাহবাজ আবার বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না করলে কিন্তু শান্তিপূর্ণ অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব। এটা পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগ আইএসআইয়ের কথা বলে ধরতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক পাকিস্তানে নয়া রাজনীতির দিকে তীক্ষ্ন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। শাহবাজের আমলেই ভারত পাক সীমান্ত মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন রাজনৈতিকবিদেরা।

বৃদ্ধি পাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থতা বা ডিভোর্স

জয়দেব বেরা
(অতিথি অধ্যাপক,কাউন্সেলর, সমাজচিন্তনক ও লেখক)

সম্প্রতি সময়ে সমাজে এখন যে বিষয়টি ক্রমাগত একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে তা হল 'দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থতা বা বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স'। গণমাধ্যম দেখলেই যে খবরটি চোখে পড়ে তা হল দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা বা ডিভোর্স। বিশেষকরে, সেলিব্রেটি ও শিল্পপতিদের মধ্যে এই ডিভোর্স এর সংখ্যা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার দেখা গেছে গ্রামীণ সমাজের তুলনায় নগরীয় সমাজে এই ডিভোর্স এর পরিসংখ্যান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও সারা পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের মধ্যে এই ডিভোর্স এর পরিসংখ্যা সবথেকে সর্বনিম্ন - মাত্র ১ শতাংশ। মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এর সংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু ভারতে যে বিষয়টি এখন খুবই লক্ষণীয় তাহল 'দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থতা বা বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স।' বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও মানসিক কারণকে কেন্দ্র করে এই ডিভোর্স হয়ে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে- অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশ্বাসের অভাব, ইমোশনাল ব্রেকডাউন, শেয়ারিং ও কেয়ারিং এর অভাব,অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা, বন্ধ্যাত্ব, যোগাযোগ এর অভাব, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা, অতিরিক্ত সেল্ফ কনফ্লিট,ব্লেমিং সমস্যা,যৌন ব্যাধি,বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অতিরিক্ত চাহিদা, দাম্পত্য সম্পর্ককে গুরুত্ব না দেওয়া এবং নেশাগ্রস্ততা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়গুলোর জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমে 'Personal Disorganization' এর সূত্রপাত হয়। তারপর সম্পর্কের মধ্যে আসে নানাবিধ সমস্যা। যাইহোক, উপরিউক্ত কারণগুলোকে কেন্দ্র

করে সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রথমে অসুস্থ হয়েপড়ে তারপর সেটা নিয়ন্ত্রণ এর বাইরে চলেগেল ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ এর সূত্রপাত ঘটায়। আমরা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকেই ভাবি অন্যান্য কারণগুলোর থেকেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থ সমস্যা। আমরা মনেকরি,অর্থ সমস্যা হল সম্পর্ক বিচ্ছেদের মূল কারণ। যদিও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস বলে গেছেন, অর্থ হল সমাজের মূল ভিত। তবে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অর্থ সমস্যা কিন্তু মূল কারণ নয়। একজন সমাজচিন্তনক হিসাবে সমাজতাত্ত্বিকভাবে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করলে বলা যেতে পারে, ডিভোর্স বা দাম্পত্য সমস্যা বা দাম্পত্য সম্পর্কের অসুস্থতা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যেই অর্থাৎ সুশীল সমাজের মানুষদের মধ্যে।যার মধ্যে রয়েছে সেলিব্রেটি, শিল্পপতি এবং শহরের চাকুরিজীবী মানুষজন। এখন প্রশ্ন হল এনাদের মধ্যে কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, তাহলে কেন এনাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এত অসুস্থতা,এত সমস্যা বা কেন এত সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ? বিষয়টা হল নগরের সেলিব্রেটি মানুষদের সম্পর্কগুলো এখন প্রাথমিক সম্পর্ক থেকে ক্রমাগত গৌণ সম্পর্কে রূপান্তরিত হচ্ছে।সম্পর্কের মধ্যে নেই 'We Feeling' , নেই 'Sharing- Caring' , নেই Mutual Understanding * Adjustment' প্রভৃতি। বেশিরভাগ ব্যক্তি কেবল ক্যারিয়ার,পারিবারিক সম্পত্তি, বিনোদন এর জন্য অপারিবারিক সংস্থার গুলোর প্রতি বেশি আগ্রহ (নাইট ক্লাব, বার, ডিস্কো ইত্যাদি) প্রকাশ করে প্রভৃতি। তাই পরিবারের মধ্যে কেবল রয়েছে গাড়ি,বাড়ি,ব্যাংক-ব্যালান্স কিন্তু নেই দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রাণ। এর পাশাপাশি দেখাগেছে, স্বামী-স্ত্রী যদি অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা হন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার যদি অভাব থাকে তাহলেও এই বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায় এবং সম্পর্কে নানান সমস্যা আসে। এই বিষয়টি গ্রামীণ সমাজের তুলনায় নগরীয় সমাজে খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সবের জন্যই সমাজে বেড়ে চলেছে ডিভোর্স এর সংখ্যা বা দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থতা। তাই দাম্পত্য সম্পর্ক'কে সুস্থ রাখতে হলে প্রয়োজন উভয় উভয়কে সময় দেওয়া, নিজেদের সম্পর্ককে গুরুত্ব প্রদান করা, বিশ্বাস এর বন্ধন বৃদ্ধি করা,প্রিয় মানুষের সাথে সবকিছু শেয়ারিং ও কেয়ারিং করা,কেবল বড় নয় জীবনের ছোট-ছোট চাহিদাগুলোকেও পূরণ করা, চেষ্টা করবেন হাসি-খুশি থাকা, উভয় উভয়ের আবেগ-অনুভূতিগুলোকে সম্মান জানানো ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং যতটা সম্ভব রোমান্টিক ভাবে পথ চলা। যদি খুব বেশি দাম্পত্য জীবনে সমস্যা আসে তাহলে ডিভোর্স এর চিন্তা না করে আগে একজন দক্ষ ম্যারেজ কাউন্সেলর এর কাছে যান এবং কাউন্সেলিং করিয়ে পরামর্শ নিন। এতে আপনার সম্পর্ক সুস্থ থাকবে এবং ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। একটি কথা মনে রাখবেন - দাম্পত্য সম্পর্ক সুন্দর থাকলেই, জীবনও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মহাতীর্থ কালীঘাট

কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মচারী পুরুষ আজকের মূল কালীঘাটের কালীমন্দির

(পূর্ব প্রকাশের পর) ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো সাধারণ মানুষের আনাগোনা। এছাড়াও কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের অন্য এক সদস্য কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম জড়িয়ে আছে। কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন ব্রহ্মচারী পুরুষ। অনেকের মতে এই কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রথম আদিগঙ্গার পাশে জঙ্গলের মধ্যে মা কালীর খোঁজ পান। প্রচলিত আছে কেশবচন্দ্র এখানে বনের মধ্যে ধ্যান করতেন। একদিন ধ্যানের মধ্যে তিনি জানতে পারেন সতী মায়ের ডান পায়ের চারটে আঙ্গুল এখানে পড়েছে। স্বপ্নে দেখা একটি কুন্ডের মধ্যে দেবী মায়ের একটা পাথরের মূর্তি এবং পায়ের আঙ্গুলের দর্শন পেলেন। কেশবচন্দ্র মন্দির তৈরি করে মা কালীকার সেই পাথরের মূর্তি দেবগৃহ নির্মান করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মা কালী সকল ভক্তদের কাছে উন্মুক্ত হল। কালীঘাট মন্দিরের কথায় আরও এক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কর্তা ব্যক্তির নাম চলে আসে। তিনি রাজীবলোচন রায়চৌধুরী। কালের নিয়মে কেশবচন্দ্রের তৈরি কালী মন্দির পুরনো এবং জীর্ণ হযে.এলে রাজীবলোচন নতুন করে বড় আকারে নির্মাণ করেন। রাজীবলোচন রায়চৌধুরীর তৈরি মন্দির হল আজকের মূল কালীঘাটের কালীমন্দির। পরবর্তী সময়ে দেশের এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা , জমিদার এবং বিত্তশালী ভক্ত ব্যক্তির সাহায্যে মন্দিরের সম্প্রসারন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মাকে নানা অলংকারের সাজিয়ে তোলা হয়। এই নবরুপে সজ্জিত মায়ের রূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কালীঘাট মন্দিরের কালীপুজোর নিয়ম অন্য কালীক্ষেত্র থেকে একটু আলাদা । কালী পুজোর দিন মায়ের মন্দিরে কিন্ত্তু কালীপুজো হয়না। ওই দিন অমাবস্যায় অলক্ষীকে দূর করে সন্ধ্যার লক্ষীপুজো করা হয় । এখানে দক্ষিনা কালীকে লক্ষীকালী রূপে পূজো করা হয়। এটাই কালীঘাট মন্দিরের চিরাচরিত পরম্পরা। যা আজও সমান ভাবে হয়ে চলেছে।

কালীঘাট একান্ন পীঠের অন্যতম একচল্লিশতম পীঠ । এখানে ভৈরবী, বগলা, কমলা, বিদ্যা, চন্ডী, ব্রাহ্মী, মাতঙ্গী এবং মহেশ্বরী এই আট শক্তির আধার বিদ্যমান। উপরন্ত তিন মহা শক্তি- মহাকালীর বেদী, নকুলেশ্বর ভৈরব এবং মা গঙ্গা পাশাপাশি অবস্থান করায় ধর্ম পিপাসু মানুষের কাছে কালীঘাটের মাহাত্ম্যে বৃদ্ধি পেয়ে এই পুণ্যভূমি এক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে।

(তথ্য এবং কৃতজ্ঞতাঃ বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা কালীক্ষেত্র কলিকাতা-ভবানী রায় চৌধুরী। সাহিত্যের অঙ্গঁরাগ- শ্রী বাসুদেব) লেখক-সমুদ্ধ দত্ত।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ফেরিওয়ালার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ নভেম্বর ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাইরা বিলাইমারি এলাকায় সোমবার সাতসকালে এক ফেরিওয়ালার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খুন নাকি এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিন সকালে রাস্তার ধারে জমিতে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে ফেরিওয়ালাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মালদা মেডিকেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম নিমাই সাহা (৫০)। তার বাড়ি মালদার ১৬ মাইল থানার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। তবে তিনি বেশ কয়েকবছর ধরে থাকছিলেন তুলসীহাটি জোত বহরমপুর এলাকায়। তিনি সাইকেলে ফেরি করতেন বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত খাবার। বিকেলে বার হতেন আর রাতে বাড়ি ফিরতেন। তার বাড়িতে প্রতিদিন মানুষের আনাগোনা ছিল। ছোট একটি জরাজীর্ণ টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে একাই থাকতেন। তবে এলাকার মানুষের সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ আলোচনা বৈঠক ডিসেম্বরের ৮ তারিখে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ সমস্ত ডিজিটাল মিডিয়া, গণমাধ্যম তথা সোশ্যাল মাধ্যমে সমস্ত প্রচার মাধ্যমকে এক ছাতার তলায় এনে একসঙ্গে এগিয়ে চলার ডাকে মহতী বৈঠকের ডাক দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির (Synergy Tower) সিনার্জি টাওয়ার, চতুর্থ তলে আগামী ৮ ডিসেম্বর (রবিবার) সকাল ১১ টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। শারীরিকভাবে উপস্থিতির মাধ্যমে মুখোমুখি বসে প্রাথমিকভাবে সেখানে এ্যাডহক কমিটি বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের পর জেলা ভিত্তিক কোর কমিটি গঠন করা হবে। এই বৈঠকে পরবর্তী সমাবেশ বা বড়ো আকারের বৈঠকের বিষয় আলোচনা এবং তার দিন স্থির করা হবে। সবাই একসাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার লক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠন সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বা কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করতে আগ্রহী। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম গঠনের মাধ্যমে ডিজিটাল মিডিয়ার জয়যাত্রা সূচিত হতে চলেছে আটই ডিসেম্বর রবিবার শিলিগুড়ির সিনার্জি টাওয়ারের চতুর্থ তলের সভাগৃহ থেকেই। আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ডিজিটাল মিডিয়াকে কিভাবে আরও প্রসারিত করে জনমানসে তার কর্মক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। পাশাপাশি, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বা তার অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে যারা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর এই ফোরামের লক্ষ্য।

টালিগঞ্জে ১৬৮ কিলোওয়াট রুফটপ সোলার ফোটোভোলটাইক পাওয়ার প্ল্যান্টের উদ্বোধন।

যক্ষ্মা রোগীদের খাবার দেওয়ার দায়িত্ব নীল বীরভূম জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ নভেম্বর ঃ যদি সংবাদপত্র না থাকত তাহলে তদানীন্তন জীবনের ইতিহাস আমরা জানতে পারতাম না। তখনকার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিষয়, আবার তখনকার সমাজজীবনের পরিচয় আমরা পেতাম না। তাই সাংবাদিক জীবনের একটা বিশাল ভূমিকা আছে। বীরভূম জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলনী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের রামপুরহাটে বীরভূম জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ডেপুটি স্পিকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর মানস দাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়ার হাউজিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিভাস চন্দ্র অধিকারী, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট ও ভাইস প্রিন্সিপাল পলাশ দাস, রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ সিকদার, রামপুরহাট থানার আইসি সুকমল ঘোষ, রামপুরহাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তারাপীঠ তারামাতা সেবাইত সংঘের সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপরেই মিষ্টি মুখের পালা। আশিসবাবু এবং কাজল শেখ একে অপরকে নাড়ু খাইয়ে দেন। প্রথমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাজল শেখ সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের উপর জোর দেন। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরেন। এরপরই আশিসবাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকে ব্যতিক্রমী দিন। এই অনুষ্ঠান ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। দলমত নির্বিশেষে যে সৌজন্যর পরিবেশ তৈরি করেছেন সেটা একদম ব্যতিক্রমী। এই সৌজন্যর পরিবেশ থাকা দরকার। সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিকরা এমন সংবাদ পরিবেশন করেন যেখানে সরকারের গদি নড়ে যায়। মানুষের অভাব অভিযোগ সাংবাদিকরা তুলে ধরেন। অনেক সময় সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত খবর দেখে আমরা এলাকায় ছুটে যাই। অনুষ্ঠানে চার জন প্রবীণ সাংবাদিক এবং একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে সম্মানিত জ্ঞাপন করা হয়। যাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাঁরা হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, দূরদর্শনের সাংবাদিক শম্ভুনাথ সেন, গণশক্তির সাংবাদিক রুহুল আমিন, দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক খাইরুল আনাম। সিভিক ভলান্টিয়ার শিবায়ন ভট্টাচার্যের হাতেও সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ২১ জন যক্ষ্মা রোগীর ছয় মাসের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নেয় সংগঠন। পুষ্টিকর খাবারের জন্য একটি চেক তুলে দেওয়া হয় মল্লারপুরের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌরভ চক্রবর্তীর হাতে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সম্পাদক সাধন সিনহা।

এয়ার হর্নের বিরুদ্ধে অভিযান বর্ধমান জেলা পুলিশের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ নভেম্বর ঃ জনবহুল বর্ধমান শহরের মধ্যে দিয়ে ছুটছে বাস, তারস্বরে বাজছে এয়ার-হর্ন। পথচলতি মানুষের কান হচ্ছে ঝালাপালা। শব্দদূষনের আর এক কারন এই যানবাহনের বেপরোয়া এয়ার হর্ণ বাজানো। এই এয়ার-হর্নের দাপট ঠেকাতে বর্ধমানে অভিযানে নামল বর্ধমানের ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনই শহরের জি.টি. রোডে বিশেষ অভিযান চালায় বীরহাটা ট্রাফিক গার্ড। এদিন বা৷শুল-বর্ধমান ও টাউন সার্ভিস রুটের বেশ কয়েকটি বাস থেকে বিকট শব্দের এয়ার-হর্ন খুলে নেওয়া হয়। বাসগুলোর বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। এয়ার হর্ণের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানানো হয়েছে বীরহাটা ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, বর্ধমান শহরের মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছে বিভিন্ন রুটের টাউন সার্ভিস সহ স্কুল বাস। তাতে বেপ৷োয়া ভাবে বাজানো হচ্ছে এয়ার-হর্ন। এইরকম এয়ার হর্নের দাপট শহরে নতুন নয়। বিকট হর্ন বাজিয়ে হু-হু করে ছুটে যায় বাস, লরি। পথচারীদের অনেকে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান বিকট শব্দের হর্নের জন্য। শব্দবিধি ও আইনের তোয়াক্কা করছেন না অনেকেই। সেই সঙ্গে বিনাহেল মেটে বাইকে সাইলেন্সারের বিকট শব্দ করে বাইক চালাতে মত্ত শহরের অনেক যুবক। তার মধ্যে রয়েছে ফায়ারিং সাউন্ডের দাপট। সব কিছু দেখেও পুলিশ কোনরকম ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ উঠছে বেশ কিছুদিন ধরেই। যদিও বিনা হেলমেটে বাইক চালানোর বিরুদ্ধে শহর জুড়ে অভিযান চলছে ট্রাফিক বিভাগের। তবে সব কিছুর উপর রাশ টানতে জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে ধরপাকড়ও শুরু করেছে ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তার কথায়, বাস, লরিতে বিকট শব্দের হর্ন থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে আইন অনুযায়ী জরিমানাও করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিনা হেলমেটে বাইক চালানো ও বিকট শব্দের সাইলেন্সারের উপর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বর্ধমানের বাসিন্দারা।

টাস্ক ফোর্সের হানা পুরুলিয়ার বড়ো হাট বাজারে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৫ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর জেলার টাস্ক ফোর্সের হানা। পুরুলিয়া শহরের বড়ো হাটে সাত সকালে অভিযান চালাল টাস্ক ফোর্স। বেশ কিছু বিক্রেতা স্বাভাবিকের থেকে বেশি দাম নেওয়ায় সতর্ক করল টাস্ক ফোর্স। বেশ কিছুদিন ধরেই পুরুলিয়া জেলার বাজার দর লাফিয়ে লাফিয়ে বার ছিল। সাধারণ মানুষকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন নবান্নর বৈঠকে আগে আলু পিঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারপরেই জেলায় টাস্ক ফোর্স পুরুলিয়া শহরের বড়ো হাটে অভিযান চালায়। টাস্ক ফোর্সের নজরে পড়েছে বেশ কিছু ফোরে কাঁচা রসিদে ব্যবসা করছেন, তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মুরগির মাংসের দোকানে গিয়ে তাঁদের নজরে পড়ে, বিক্রির দরের কোনও তালিকা নেই তাঁদেরকে তালিকা লাগানোর জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু ক্রেতাদের অভিযোগ, নিয়মিত নজরদারি চালানো হয় না টাস্ক ফোর্সের তরফ থেকে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রম নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১৬-২০২৪,** খড়গপুর ওয়ার্কশপে ৩৫০০ থেকে ৫৫০০ পর্যন্ত সিটিআরবি পিওএইচ-এর ক্ষমতার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৩,৩৯,৮৮৪.৮০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,৭০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১৭-২০২৪,** খড়গপুর ওয়ার্কশপের অধীনে ওয়াগন পিওএইচ ক্ষমতা ২০ ওয়াগন বৃদ্ধি এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০২,৮৯,১৫৮.২২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫১,৫০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১৮-২০২৪,** এডিইএন/ওয়ার্কশপ/কেপিজি-র আওতাধীনে খড়গপুরে প্রধান ওয়ার্কশপ এবং নতুন ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত (০২ বছরের জন্য) হর্টিকালচার বা উদ্যানপালনের জোনাল কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৪,৩৮,২৩৫.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০২,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রম নং ১-এর জন্য ১২.১২.২০২৪, ক্রম নং ২ ও ৩-এর জন্য ২৩.১২.২০২৪। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১২ মাস এবং ক্রম নং ৩-এর জন্য ২৪ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ক্রম নং ১-এর জন্য ২৮.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১২.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, ক্রম নং ২ ও ৩-এর জন্য ০৯.১২.২০২৪ তারিখ থেকে ২৩.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-824)**

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জেনারেল, তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যারা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস বা যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। ক্রম. নং. (১); এনআইটি নং. ঃ ২৬৮_২০২৪ -২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এবিএসএস-এর অধীনে বিদ্যমান বিল্ডিং, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার সম্মুখভাগ, বারান্দা, অভ্যন্তরের কাজ এবং বুকিং অফিস, শৌচাগার ও ওয়েটিং হলের পুনরুন্নয়ন; **আনুমানিক মূল্যঃ** ২,৯৯,৩৩,৫৩৯.৩৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,৯৯,৭০০.০০ টাকা; **ক্রম. নং. (২); এনআইটি নং. ঃ ২৬৯_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এবিএসএস-এর অধীনে শেওড়াফুলি জং. স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবনের একতলার অবশিষ্ট অংশের কাজ সম্পূর্ণ করা, অভ্যন্তরভাগ, চারপাশের এলাকার উন্নয়ন; **আনুমানিক মূল্যঃ** ৪,৩৭,৪৯,৩৬০.৬৯ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৩,৬৮,৮০০.০০ টাকা; **ক্রম নং. (৩); এনআইটি নং. ২৭০_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এবিএসএস-এর অধীনে তারকেশ্বরে স্টেশন বিল্ডিং-এর একতলার কাজ, ডোম, সামনের অংশের অগ্রভাগ, স্টেশন বিল্ডিং-এর সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের শেডকে সংযুক্ত করা, বারান্দা, বুকিং অফিস, টয়লেট, ওয়েটিং হল প্রভৃতি সম্পূর্ণ করার কাজ; **আনুমানিক মূল্যঃ** ৬,২১,৭০,২৫৩.৬৫ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৪,৬০,৯০০.০০ টাকা; **ক্রম নং. (৪); এনআইটি নং. ঃ ২৭১_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে চন্দননগর স্টেশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সম্মুখভাগ এবং বারান্দা এবং বুকিং অফিসের অভ্যন্তরভাগের শৌচাগার ও ওয়েটিং হলের উন্নয়ন; **আনুমানিক মূল্যঃ** ২,৯৯,১৯, ৬৬৮.৪৪ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,৯৯,৬০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ক্রম. নং. ১ থেকে ৪ এর জন্য শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম. নং. ১ থেকে ৪ এর জন্য ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টোয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান-** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথির মূল্য [টিডিসি], কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-441/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জেনারেল তারিখ ঃ ২০.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস বা যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ -এর অধীনে। এনআইটি নং. ঃ ২৬৩_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে মেন লাইনে এলসি নং. ১৯, ৩২, ৩৩, ৩৮-এ এবং তারকেশ্বরে ৪, ১১, ১২, ১৬, ২৫ ও ২৯-এ রাস্তা চওড়া করার কাজ; **আনুমানিক মূল্যঃ** ১,৭৬,৩১,৪৮১.৫১ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,৩৮,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টোয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান-** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথির মূল্য [টিডিসি], কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-439/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইএলইজি/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিশ/৪২১/২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **(১) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৫৬-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে বনগাঁ জং., দত্তপুকুর এবং রানাঘাট জং.-এ নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,০২,৫১৮.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪৪,১০০.০০ টাকা; **(২) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৫৭-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/১/এসডিএএইচ-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে নৈহাটি জংশন এবং শ্যামনগরে নতুন ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২০,১৫,৩৯৬.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৪০,৩০০.০০ টাকা। **(৩) ইএলইজি-ওটি-১১৫৯-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহতে কাইজার স্ট্রিটে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স-এর উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত দরজা ও জানালাগুলি পরিবর্তন, স্যানিটারি এবং প্লাম্বিং-এর কাজ ও রাস্তার কাজ সমেত কাইজার স্ট্রিটে ৩ তলা (৪৮ ইউনিট) ব্লক নং টি/৭৭, টি/৭৮, টি/৭৯, টি/৮৩ (টাইপ- III)-এর জ্যাক আর্চ রুফ, আরসিসি রুফ ক্যান্টিলিভার বারান্দা এবং ছাজ্জা শক্তিশালী করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,৯১,৮২৮.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩৫,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ক্রম নং ১ থেকে ৩ প্রতি ক্ষেত্রে ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম. নং. ১ থেকে ৩ প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস; **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ২২.১১.২০২৪; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১২.২০২৪ দুপুর ২ টো; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৩.১২.২০২৪ দুপুর ২ টোর পরে; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৯.১১.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

(SDAH-245/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD.

CIN: U70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, Phone : 033-4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার সকাল ১১.৩০ টায় ডাকা হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে (ওএভিএম) ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ০২/ ২০২২, ১০/ ২০২২, ৯২০২০৩ এবং ০৯/ ২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যথাক্রমে, (কর্পোরেট' এয়ার এমএফসিএ মন্ত্রকের দ্বারা জারি করা হয়েছে সার্কুলার') কোম্পানি হল সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে তার এজিএম আহ্বান করা, এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়িক লেনদেন করার জন্য। সদস্যরা ভিসিও/ এভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে পারবেন বা তাদের লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com-এ লাইভ ওয়েব কাস্ট দেখতে পারবেন।

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ০৬ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপোজিটরি') সাথে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার অনুসারে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ০৬তম এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। ০৬ তম এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ০৬ তম এজিএম এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি/ ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা স্ক্যান কপি পাঠিয়ে ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/ অথবা লগইন বিশদ পেতে পারেন। নিম্নলিখিত নথিগুলি ইমেলের মাধ্যমে secretarial@rdbrealty.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ পাঠান।

ক আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র

খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং

গ. কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যদের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখে।

কোম্পানিটি শেয়ার ধারণকারী তার সমস্ত সদস্যদেরকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে (''রিমোট ই-ভোটিং'') এজিএমের বিজ্ঞপ্তি অতিরিক্তভাবে, কোম্পানি এজিএম ('ই-ভোটিং') এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য, ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

বোর্ড এজিএমে সদস্যদের অনুমোদনের জন্য ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। যাইহোক, সদস্যদের যেকোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাঙ্কের বিশদ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে ঘোষিত হিসাবে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের জন্য
স্বা / -আমান সিসোদিয়া
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.১১.২০২৪

হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির হাতিঘিসার দমদমা এলাকায় শৌচকর্মে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিজয় নাগ (৪৪)। জানা গেছে, সোমবার সকালে পাহাড়গুমগুমা চা বাগানের দমদমা ডিভিশনে শৌচকর্মে যান বিজয়। সেইসময় হাতির হানায় মৃত্যু হয় ব্যক্তির।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইএল/৫০/টেন্ডার/৬২/২২৫০, **তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪;** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার আর্থিক যোগ্যতা সম্পন্ন তাঁদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-৬২-২৪; স্থান সহ কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য এসএসই/ ইলেক্ট(জি)/এএসএন-এর অধীনে বিবিধ বৈদ্যুতিক কাজের চুক্তি; **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬০,১১,৫২৯.০৭ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ১,২০,২০০.০০; **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস; সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।

(ASN-242/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও/এসি/টি/১৫৯ থেকে ১৬১/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ ২২.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং.১. কেস নং. ও-এসি-টি-১৫৯-২৪-২৫; কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন/২/এএসএন এবং সিনি.ডিইএন/৩/এএসএন-এর আওতাধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে ৩০.৫০১ টিকেএম সিটিআর(পি) এবং ১৮.২৮০ টিকেএম টিএসআর(পি)-র কাজের ওপেন টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৩,৮১,৫৩,১৮০.৫৬ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৮,৪০,৮০০.০০ টাকা; **ক্র. নং.২. কেস নং. ও-এসি-টি-১৬০-২৪-২৫; কাজের নামঃ** সিনি.ডিইএন/৩/এএসএন এর আওতাধীনে দুর্গাপুর কলোনি ও পানাগড় স্টেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফদের জন্য ০৮টি ইউনিট টাইপ-III কোয়ার্টার্স নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,১৫,৯৩,৬৫৪.৪৮ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,৫৮,০০০.০০ টাকা; **ক্র. নং.৩. কেস নং. ও-এসি-টি-১৬১-২৪-২৫; কাজের নামঃ** সিনি.ডিইএন/II /এএসএন-এর অধীনে কালুবাথান, জসিডি, চিত্তরঞ্জন, শিমুলতলা ইত্যাদিতে পাইপলাইন, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় আনুষঙ্গিক কাজ সমেত আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের ওপেন টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৩৩,৮৫,৫১০.২৫ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৪,১৬,৯০০.০০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস; এবং ক্র. নং. ৩-এর জন্য ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবেঃ **www.ireps.gov.in**

(ASN-238/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, সম্মতিতে , সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ সহ পড়ুন, ১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১, ২০/ ২০২১, ৩/ ২০২২, ১১/ ২০২২, ০৯/ ২০২৩, ০৯/ ২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০১২ ০১২০৩ জুন , ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ অন্যান্য সার্কেল জারি করা হয়েছে, মন্ত্রণালয় দ্বারা এই বিষয়ে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের সাথে সম্মতিতে ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া ('এসএস-২') দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস , ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশন') এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, বিধি, এর অধীনে জারি করা সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তিগুলি (আপাতত বলব থাকা এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ) কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কিছু বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাইবে।

অধিকন্তু, উপরের সাথে সম্মতিতে, পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') কোম্পানিতে নিবন্ধিত। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাক প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাকৃত ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সদস্যরা খেয়াল করতে পারেন যে বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ, BSE https://www.bseindia.com এবং CSE-এর ওয়েবসাইট www.cseindia.com-এ।

কোম্পানিটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সেবা গ্রহণ করেছে। কোম্পানি রিমোট প্রদান করছে ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য শেয়ার ধারণকারী সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশন। রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি ফিজিক্যাল মোডে, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতিঃ

প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) / আরটিএ-তে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ইমেলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যান কপি পাঠিয়ে পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ এবং/ অথবা লগইন বিশদ পেতে পারেন toinvestors@ntcind.com or nichetechpl@nichetechpl.com

ক আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র

খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং

গ. কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করেননি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখে। দূরবর্তী ই-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি -ভোটিং এবং ই-ভোটিং ইমেলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কোম্পানির অধীনে কর্পোরেট গভর্নেন্সে 'গ্রিন ইনিশিয়েটিভ'-কে সমর্থন করার জন্য আমরা আমাদের সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের সদস্যদের অনুরোধ করছি দয়া করে মনে রাখবেন যে সমস্ত ভবিষ্যতের যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মোডে নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। তাই, অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনার ইমেল ঠিকানার কোনো পরিবর্তন আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীকে (ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি / আরটিএ (শেয়ারের ক্ষেত্রে ভৌতিক মোডে রাখা হলে)। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে উপলব্ধ করা হবে।

সদস্যদের নিবন্ধন বা তাদের যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণ পরিবর্তন করার সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরে উল্লেখিত আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৬ নভেম্বর, ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/19/2024-2025/R
Name of work : **Improvement of road surfaces of Lake Range Rd by lowering of M.H & Allied Civil Works (Asphaltum Surface, Lowering Done by Mech Rd's Dept) from Kabir Rd Xing to Lake Ave Xing etc in WD-087**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,39,810.83**. Earnest Money: **Rs. 8,800.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.12.2024** at **12 noon**. Date of opening of tender: **10.12.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **28.11.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/032/24-25
Name of work : **Maint. of C.C. Road at Ramchandra Pally near Pre. No.-45 in Ward No.-123**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,45,499.61**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.12.2024** at **12 noon**. The tender will be opened on: **09.12.2024** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **28.11.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E.(C), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/075/030/2024-2025
Name of work : **Maintenance of sewer line by desilting work along Personage Road, Commissirat Bustee Lane and different areas in Ward No.-75**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,99,982.93**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/075/031/2024-2025
Name of work : **Maintenance of sewer line including IPS passage near 7/H/3 New Road, 20, Munshigunge Road, etc. in Ward No.-75**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,827.89**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
3. NIT No. : KMC/IX/078/049/2024-2025
Name of work : **Repairing of I.P.S passage at 6, 22, 25, 27, Mominpore Road and its surrounding areas in Ward No.-78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,390.34**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/IX/078/050/2024-2025
Name of work : **Repairing of I.P.S footpath at 8/1, 8/3 Mayurbhanj Road and its surrounding areas in Ward No.-78**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,85,743.85**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/IX/075/027/2024-2025
Name of work : **Renovation of drinking water platform along Canal Road, Bakery Road, Commissirat Road etc. in Ward No.-75**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,99,936.68**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on : **07.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 5).The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : EEC/BX/096/027/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of passages near premises no 11/G Ibrahimpur Road, 17 Kalibari Lane, 28 Nabanagar etc (Colony Area) in Ward-096, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 4,98,055.31**. Earnest Money: **Rs. 9,970.00**. Time of Completion: **60 Days**.
2. NIT No. : EEC/BX/094/011/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of sewerage system at Khashmahal and Barabagan Bustee etc. in Ward-94, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,86,456.73**. Earnest Money: **Rs. 5,735.00**. Time of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **06.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : EEC/BX/081/042/2024-2025/R
Name of work : **Maint. of IPS passage near 22/1, D. H. Road, 0/6, 5/F/F, D. P. Colony etc in Ward No.-81, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 1,97,635.62**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **90 Days**.
4. NIT No. : EEC/BX/093/017/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of IPS passage near Prem. No. 31, 52 Rahim Ostagar Road, 90 P.A. Shah Road, 46 Das Nagar etc in Ward-093, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,95,832.92**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **120 Days**.
5. NIT No. : X/100/029/2024-2025/R
Name of work : **Resto. of paver block footpath & Asph Rd near 2/87 Naktala, 341/1 N S C Bose Rd disturbed by JIO due to laying of Cable in Wd-100, Br-X**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,38,738.99**. Earnest Money: **Rs. 2,800.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : EEC/BX/081/043/2024-2025/R
Name of work : **Maint. of IPS passage near 63a, 63 T.G. Road, 4 D.P.S. Road etc in Ward-081, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,301.58**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 3 to 6). Date and time of opening of bid: **07.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 6). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 to 4 & 6) and **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/XIV/129/026/24-25/D (1st call)
Name of work : **Restoration of C. C. passage at the Bye Lane of S. R. Sarani near Pre. No. 53/A, 45 etc. in Ward No. 129**. Estimated Cost (Incld. GST & CESS): **Rs. 2,98,584.22**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid: **04.12.2024** up to **11 a.m.** Tender will be opened on: **06.12.2024** at **11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/XIV/132/028/24-25/R (1st call)
Name of work : **Development of surface drain including road by providing hotmix at Upen Banerjee Road Bye Lane near Pr. No.-42/268, 42/273 and construction of R.C.C. Slab at B.L.T. Road near Pr.No. 142/C, 142/15, etc. in Ward No. 132**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,46,937.73**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/XIV/121/028/24-25/R (1st call)
Name of work : **Improvement of concrete passage in the Anandapally area near Pr.No. P-31 & P-31/3, etc. P. B. Road in Ward No. 121**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,56,243.33**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date of submission of bid: **04.12.2024** up to **5 p.m.** (for sl. no. 2 & 3). Tender will be opened on: **06.12.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

915/24-25

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

শীতে বাড়িতে ত্বক, চুল থেকে নখের যত্ন নিন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে ত্বক রাখতে কি করবেন

শীতে বাড়িতে ত্বক, চুল থেকে নখের যত্ন নিন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে ত্বক রাখতে কি করবেন

পুরোপুরি শীত পড়েছে বলে ধরা যেতেই পারে। শীতকালে রোজ ভারী মেক-আপ। তাই এমন দিনে দরকার নিজের উপর বাড়িতে বাড়তি খেয়াল রাখা। কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন দেখে নিতে পরে-

ডিপ ক্লিনিং- হেভি মেক-আপ করার পর মুখ ধুলেও কসমেটিক্সের ছোট ছোট দানা ত্বকের মধ্যে থেকে যায়। তাই মেক-আপের আগে মুখে প্রাইমার লাগান। এবং পার্টির পরের দিন সকালে ভেজ-পিলিং করুন। চাল, মুসুর ডাল, আপেল, গাজর আর টমেটো কুরে একটা পেস্ট বানিয়ে মুখে লাগাতে হবে। এতে ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার হবে। মুখ চকচক করবে। এর পর সানস্ক্রিন লাগান। ত্বক ভাল থাকবে।

ক্রিম মাসাজ-এই সময় ক্রিম মাসাজ খুব জরুরি। নারিশিং ক্রিম, উইন্টার কেয়ার ক্রিম, নাইট ক্রিম অথবা অ্যান্টি এজিং ক্রিম নিন। তাতে অল্প জল মেশান। এ বার আপওয়ার্ড স্ট্রোকে অন্তত দশ মিনিট ধরে মুখে এই ক্রিম মাসাজ করুন।

ঠোঁটে তেল-রোজ রাতে আমন্ড আর রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে ঘুমোতে যান। এটা চোখের চারপাশেও লাগানো যায়, তবে এক ঘণ্টা পরে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

নখের যত্ন-নানা নেমন্তন্নর জন্য রোজ নেলপলিশের রং পালটালে নখের যত্নও নিতে হবে। নেলপলিশ তুলে নিম তেল, আমন্ড অয়েল, হলুদ আর নুন মিশিয়ে ভাল করে মাসাজ করুন। তারপর সেটি ধুয়ে ফেলুন। এরপর নখে ক্রিম লাগাতে হবে। এতে নখ ভালো থাকবে।

শ্যাম্পু- শীতকালে অনেকেই নিয়মিত শ্যাম্পু করতে চান না। যত আলসেমি লাগুক না কেন, রোজ শ্যাম্পু আর কন্ডিশনিং কিন্তু মাস্ট। চুলের বাড়তি দেখভালের জন্য আমন্ড অয়েলের সঙ্গে নারকেল বেটে মাথায় লাগাতে পারেন। পিচ আর মেয়োনিজ মিশিয়েও লাগানো যায়। চুল খুবই নরম হবে। মনটাও তরতরে থাকবে।

আবার অন্য ভবে ললে বলা যেতেপারে যে ত্বক সম্পর্কে সচেতন যেকোনও মহিলাই টোনার ব্যবহার করে থাকেন। টোনার ব্যবহারে আপনার হারানো ঔজ্জ্বল্য যেমন ফেরে তেমনই আবার ত্বককে করে তোলে আরও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। কিন্তু টোনার সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে অনেকেরই। তাই জেনে নেওয়া যাক।

১) আপনি কী বিশ্বাস করেন ক্লিনজারের বিকল্প হিসাবে টোনার ব্যবহার করা যায়? এই ধারণা থাকলে তা আজই বদলের সময় এসেছে। কারণ বিশেষজ্ঞদের দাবি, মুখ ভালো করে পরিষ্কারের পরেও আপনার ত্বকে থাকা ব্যাকটেরিয়া, বাড়তি তেল, মৃত কোষকে পরিষ্কার করতে টোনার কাজে লাগে। তবে তা কখনই ক্লিনজারের বিকল্প হতে পারে না।

২) অনেকেই ভাবেন স্পর্শকাতর ত্বকে টোনার ব্যবহার করা একেবারে উচিত নয়। এই ভাবনা বদলের সময় এসেছে। কারণ, একাধিক সংস্থা বিভিন্ন রকমের ত্বকের চরিত্র অনুযায়ী টোনার বাজারে এনেছে। শুধু আপনাকে ত্বকের চরিত্র অনুযায়ী তা বেঝে নিতে হবে।

৩) স্ক্রাবারের পরিবর্তে শুধুমাত্র টোনার ব্যবহারেই ত্বকের মৃত কোষের বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলেই ধারণা রয়েছে অনেকের। তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হয়তো আপনার ত্বককে সামান্য ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করতে পারে টোনার। তবে তা কখনই পুরো মাত্রায় আপনার ত্বককে মৃত কোষমুক্ত করতে পারে না।

৪) অনেকেই মনে হয় টোনার ব্যবহারের ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। আপনি কী জানেন এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, সব ধরনের টোনারে থাকা উপাদান একইরকম হয় না। তার ফলে এক একটি টোনার আলাদা আলাদা কাজ করে। তাই আপনি কীরকম টোনার কিনছেন তার উপরেই তৈলাক্ত কিংবা শুষ্কতা নির্ভর করে।

৫) ত্বকে থাকা ব্রণ কিংবা কালো দাগ তুলতে পারে না টোনার। তবে আপনার অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বক হলে তা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে টোনার। তার ফলে ব্রণর সমস্যা থেকে সামান্য মুক্তি মিলতে পারে।

ভাতের মাড় সৌন্দর্যচর্চার দারুণ এক উপকরণ

আমরা ভাতের মাড় ফেলে দিই, তাই না। কিন্তু জানেন কি তা দিয়ে মুখে বা চুলের প্যাক বানানো যেতে পারে। অনেকেই তা জানি না। তাই আজকে এই কলম ধরা। চুল ও ত্বকের সুস্থতায় ভাতের মাড় খুব সহজেই কাজে লাগানো যায়। শুধু জানতে হবে সঠিক ব্যবহারবিধি। ভাত রান্নার পর যে মাড় পাওয়া যায়, তা দিয়ে তৈরি করা যায় চুলের প্যাক। তবে ত্বকে প্রয়োগ করতে চাইলে ভাত রান্নার সময় ফুটতে থাকা ওপরের দিকের তরলটুকু নিন। ভাতের মাড়ের ব্যবহারবিধি জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের রূপবিশেষজ্ঞ। স্বাভাবিক ত্বকের যত্নে- গরম মাড় নিন দুই টেবিল চামচ। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস। হয়ে গেল সহজ প্যাক।ত্বকের দাগছোপ দূর করতে-গরম ভাতের মাড়ে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিলিয়ে নিয়েই প্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের দাগছোপ কমে যাবে। অন্যান্য দাগছোপের পাশাপাশি মেছতার দাগ কমাতেও সাহায্য করে এই প্যাক।শুষ্ক ত্বককে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল করে তুলতে-আলুর রস করে নিন। এক টেবিল চামচ পরিমাণ হয়ে গেলে এর সঙ্গে যোগ করুন দুই টেবিল চামচ গরম মাড়। পরিমাণমতো বেসন যোগ করে প্যাক তৈরি করুন। গরম মাড়, পুদিনাপাতার রস, তুলসীপাতার রস ও মুলতানি মাটি নিন এক চা-চামচ করে। তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণের সমস্যায় এই প্যাক দারুণ কাজে দেয়।

ত্বকে ব্রণের সমস্যায় ভাতের মাড়ের প্যাক

ড ব্রণের গোটার জায়গাগুলোয় অন্য একটি প্যাক প্রয়োগ করতে পারেন। প্রথমে গরম মাড়ে চার-পাঁচটি লবঙ্গ ফেলে ১০-১৫ মিনিট পর সেগুলো তুলে নিন। লবঙ্গগুলো বেটে বা ব্লেন্ড করে ব্রণের গোটার ওপর লাগিয়ে নিন। অতিসংবেদনশীল ত্বকের যত্নে- তেজপাতা গুঁড়া করে পরিমাণমতো গরম মাড় যোগ করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে প্যাক। যাঁদের ত্বক অতিসংবেদনশীল, তাঁরা এই প্যাক ব্যবহারে উপকার পাবেন।প্রাণবন্ত চুলের জন্য- প্রথমে একটা মাঝারি আকারের কলা আর একটা পেঁয়াজ বেটে বা ব্লেন্ড করে নিন। এতে এক কাপ গরম মা। যোগ করে দিন। এই প্যাক মাথার ত্বকে ও চুলে লাগিয়ে ফেলুন।খুশকির সমস্যায়-কুসুম গরম মাড় নিন এক কাপ। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন সামান্য মেন্থল আর কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। মাথার ত্বকে প্রয়োগ করুন।ত্বকে বা চুলে প্রয়োগের জন্য ভাতের মাড় দিয়ে প্যাক তৈরি করতে চাইলে মাড় গরম থাকতে থাকতেই করতে হবে। নইলে হিতে বিপরীত হতে পারে।ত্বকের যত্নে ভাতের মা।রে প্যাক ব্যবহার করতে চাইলে কুসুম গরম থাকতেই ত্বকে লাগিয়ে নিন। আর প্রয়োগের পর শুকিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। ত্বকে ভাতের মা। রোজই ব্যবহার করা যাবে। চুলের যত্নে প্যাক তৈরির সময় গরম মাড় ব্যবহার করলেও ঠান্ডা করে নেওয়ার পর মাথার ত্বকে প্রয়োগ করুন। চুলে ভাতের মাড় সপ্তাহে দুই দিন করে ব্যবহার করা যাবে। চুলে প্রয়োগ করার পর মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করে এরপর চুল খুব ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। নইলে ভাতের মাড় আঠালো হয়ে লেগে থাকতে পারে।

বিশ্বজুড়ে নারীরা তাঁদের সৌন্দর্য ধরে রাখতে স্থানীয় উপাদান ও প্রাচীন রূপচর্চার পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল

টোটকা রূপচর্চার পদ্ধতি যে আজও বেশ কাজে দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেকটি দেশেই সৌন্দর্যচর্চার নিজস্ব কিছু উপাদান আছে, যা বহুদিন ধরে রূপচর্চায় গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে নারীরা তাঁদের সৌন্দর্য ধরে রাখতে স্থানীয় উপাদান ও প্রাচীন রূপচর্চার পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় উপমহাদেশে উপাদিত হলুদ। এতে থাকা জীবাণুনাশক ও প্রদাহনাশক গুণ ব্রণ ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দূর করে। এর পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। জাপানিরা ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করতে বেশ পারদর্শী। জাপানের নারীরা তাঁদের ত্বককে উজ্জ্বল ও কাচের মতো চকচকে রাখতে ব্যবহার করেন চালের পানি। চালের পানিতে থাকা বিভিন্ন খনিজ উপাদান ত্বককে টান টান রাখতে এবং বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। এ ছা।। মাচা হলো অ্যান্টি -অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি সবুজ চা, যা ত্বক থেকে বার্ধক্যের প্রভাব কমায়। প্রাচীন মিসরের রানি ক্লিওপেট্রার সৌন্র্যের কথা কম-বেশি সবারই জানা! রানির সৌন্দর্যের গোপন রহস্য ছিল মধু। মধু প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার। এটি একই সঙ্গে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান হিসেবে কাজ করে। মধু ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা দূর হওয়ার পাশাপাশি ত্বক হয় নরম ও মোলায়েম। আর্গান তেলকে বলা হয় তরল সোনা (লিকুইড গোল্ড)। বহুকাল ধরেই মরক্কোর নারীরা আর্গান তেল ব্যবহার করে আসছেন। এটি ব্যবহৃত হয় তাঁদের ত্বক ও চুলের যত্নে। মরক্কোতে জন্মানো আর্গানগাছের ফলের বীজ থেকে মূলত এই তেল তৈরি হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই তেল।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী নারীরা তাঁদের ত্বকের যত্নে বহুদিন ধরে ক্যাকাডু প্লাম ব্যবহার করে আসছেন। এই ফলটি ভিটামিন সির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে পরিচিত, যার কারণে এটি ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কফি উৎপাদিত হয় ব্রাজিলে। সেখানকার নারীরা তাই সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহার করেন কফি স্ক্রাব। কফি দিয়ে তৈরি স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ দূর করে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বকের মসৃণভাব বজায় রাখে।

আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার নারীরা ত্বকচর্চায় শিয়া বাটার ব্যবহার করে আসছেন বহু প্রজন্ম ধরে। শিয়া বাটার তাঁরা মূলত ত্বকের ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এ এবং ই। যা ত্বককে গভীরভাবে পুষ্টি প্রদান করে ত্বকের প্রদাহ কমায় এবং ত্বককে কোমল রাখে।

লেবাননে হামলার বদলা নিল হেজবোল্লা

২৫ নভেম্বর ঃ ইজরায়েলি হামলার পালটা দিতে এবার তেল আভিভ লক্ষ্য করে বড়সড় মিসাইল হামলা চালাল হেজবোল্লা। রবিবার অন্তত ৩৪০টি মিসাইল ছোড়া হয়েছে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফে। যদিও ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ২৫০টি রকেট ছোড়া হয়েছিল। গত শনিবার হেজবোল্লা ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। সেই ক্ষেপণাস্ত্রের কয়েকটি আছড়ে পড়ে লেবাননের সেনার উপরেও। তাতে মৃত্যু হয় এক সেনার। আহত আরও ১৮ জন। ইজরায়েলি হানায় লেবাননে মোট ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। এই হামলার পরেই হেজবোল্লার তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, এবার পাল্টা আক্রমণ শানানো হবে ইজরায়েলের উপর। তেল আভিভের দুটি সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে রবিবার হামলা চালায় হেজবোল্লা। ড্রোন এবং মিসাইল আছড়ে পড়ে ইজরায়েলের একাধিক এলাকায়। হেজবোল্লার আক্রমণে ইজরায়েলে অন্তত ৪ চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে হেজবোল্লার অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রই আটকে দিয়েছে ইজরায়েলের আয়রন ডোম। যদিও গোটা দেশজুড়ে সাইরেন শোনা গিয়েছে। কারোওর মৃত্যু না হলেও বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে গিয়েছে হেজবোল্লার হানায়। সূত্রের খবর, এবার হয়তো সাময়িক যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটতে পারে ইজরায়েল এবং হেজবোল্লা। আমেরিকার নেতৃত্বে হয়তো যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে পারে দুই পক্ষ। উল্লেখ্য, গাজার পাশাপাশি লেবাননেও হেজবোল্লার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল সেনা। লেবাননে মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি আহতের সংখ্যা ১৫ হাজারের কাছে।

বিহারে জমি সংক্রান্ত বিবাদ, দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬

ভাগলপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ বিহারের সবুর থানার পারগাদি গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সোমবার এই ঘটনায়. একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন ছয়জন। নিহত ব্যক্তির নাম অনুরুদ্ধ মন্ডল। আহতরা হলেন বুদ্ধিনাথ মণ্ডল (৫১), শ্রাবণ কুমার (১৯), শচীন কুমার (২২) ও সন্দীপ কুমার (১৯)। এরা সবাই একপক্ষের লোকজন। অপর পক্ষের সিকান্দার মন্ডল, রাজা কুমার ও প্রমোদ কুমারের বিরুদ্ধে মারধেরের অভিযোগ উঠেছে। সিকান্দার মন্ডল অবৈধভাবে জমি দখলের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। ঘটনার বিষয়ে নিহতের পরিবারের তরফে মিথিলেশ কুমার জানান, এদিন সকালে তারা আগাছা পরিষ্কার করতে মাঠে পৌঁছেছিল। সেই সময় অপর পক্ষের লোকজন হামলা চালায়। সংঘর্ষের ঘটনা দেখে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মায়াগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় অনুরুদ্ধ মন্ডলকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। শচীন কুমারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে, ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

২০২৪-এর অক্টোবর মাসে পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

মালিগাঁও, ২৫নভেম্বরঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে তার গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময় মত সরবরাহ নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশঘণ্টা নিরলস ভাবে কাজ করা হচ্ছে। পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ক্রমাগত ভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে ০.৭৮২মিলিয়ন টন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং নথি ভুক্ত করেছে। ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে কিছু সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট মাসে সিমেন্ট লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ১১৮.৮ শতাংশ এবং ডোলোমাইট লোডিং বৃদ্ধি হয়েছে ৩০.৫ শতাংশ। বিগত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় ব্যালাস্টের লোডিং বৃদ্ধি ২১.৯ শতাংশ। একই সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের তুলনায় অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

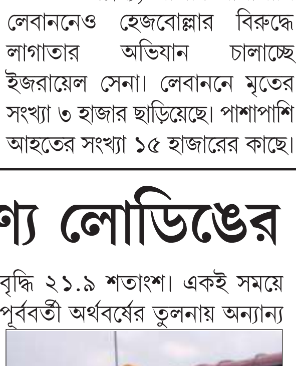

পণ্যলো ডিঙে ক্রমাগত এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ২০২৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সামগ্রিক পণ্য লোডিং ৬.১৫০মিলিয়ন টনে পৌঁছে গেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬শতাংশ বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। পণ্য পরিচালনার এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক গতিশীলতার বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ও সৃষ্টি করেছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে যেহেতু উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ক্রমাগত অগ্রগতি লাভ করছে, তাই নিজেদের পরিষেবা গুলির নির্ভর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে আরও বিকাশ নিশ্চিত হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের স্বাস্থ্যবিভাগে বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন জয় ভট্টাচার্য

ওয়াশিংটন, ২৫ নভেম্বর ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সংস্থার শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন এক বাঙালি। শুধু তাই নয়, তিনি খোদ কলকাতার ছেলে। খবর প্রকাশ করেছে, সেখানেই জানা গিয়েছে এই বাঙালি সন্তানের বিপ্লবের কথা। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে 'ন্যাসানাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ' (এনআইএইচ)-এর নতুন অধিকর্তা হতে পারেন কলকাতার জয় ভট্টাচার্য। আগামী ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন ট্রাম্প। এখন চলছে ঘর গোছানোর কাজ। তাঁর প্রশাসনে কে, কোন দায়িত্বে থাকবেন, সেই পরিকল্পনা এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই মতোই এ বার ট্রাম্প ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এনআইএইচ-এর অধিকর্তা পদে জয়কে বসানোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। যদিও কোনও পক্ষই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্থ (এনআইএইচ) আমেরিকার প্রধান স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠান নতুন ওষুধ, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।

এনআইএইচ-এর অধিকর্তা হিসেবে এমডি ডিগ্রিধারী জয় ভট্টাচার্য নিয়োগ পেলে এটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, বরং ভারতীয় তথা বাঙালির কাছেও গর্বের বিষয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সি স্বাস্থ্যবিদ এবং অর্থনীতিক জয়ের জন্ম কলকাতাতেই। বর্তমানে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত। রয়েছে এমডি ডিগ্রি। পাশাপাশি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি পিএইচডি করেছেন তিনি। কলকাতার সন্তান জয় ভট্টাচার্যের সাফল্য শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কাজ বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি গুঞ্জন ছড়িয়েছে আমেরিকার 'ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস' পরিচালনা করার জন্য আগে রবার্ট এফ কেনেডিকে বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প। এই বিভাগের অধীনেই রয়েছে এনআইএইচ। চলতি সপ্তাহে কেনেডির সঙ্গে দেখা করেন জয়। যদিও দু'জনের বৈঠকে কী কথা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। জয় কিংবা কেনেডির মুখপাত্র কেউই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। সূত্রের খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনীতি নিয়ে তাঁর নীতিগুলি বহু মতের জন্ম দিয়েছে। জয় ভট্টাচার্যের মতো একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব এই নীতিগুলিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করতে পারেন। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক এনআইএইচ-এর মতো প্রতিষ্ঠানে তাঁর নেতৃত্ব স্বাস্থ্যখাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈষ্ণো দেবী রোপওয়ে প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কাটরা, ২৫ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় মাতা বৈষ্ণো দেবী রোপওয়ে.প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখালেন সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিগত ৩ দিন ধরে এই প্রতিবাদ চলছিল, কিন্তু সোমবার বেশ কয়েকজন পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এরপরই পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। মাতা বৈষ্ণো দেবী রোপওয়ে প্রকল্প চাইছেন না তাঁরা। পুলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে শান্ত হওয়ার আবেদন জানানো হয়। রিয়েসির এসএসপি পরমবীর সিং বলেছেন, এখানে মানুষজন গত ৩ দিন ধরে বিক্ষোভ করছে।

Name Change

I, Fatma Ali (old name) W/O Afzal Ali, residing at 71/1A/H/5, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Fatma Zahir (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/11/2024. Fatma Zahir (new name) and Fatma Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subrata Bain (old name) son of Md Rahim Gazi, residing at Vill.- Jirakpur, P.O.- Basirhat R.S, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Faruk Gazi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 22/11/2024. Md Faruk Gazi (new name) and Subrata Bain (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Golam Mustafa Dhali (old name) C/O Efajtulla Dhali, residing at Vill.- Swarupnagar, P.O.- Swarupnagar, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Golam Mostafa Dhali (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/10/2024. Golam Mostafa Dhali (new name) and Md Golam Mustafa Dhali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pushpa Mishra (old name) wife of Anal Kumar Mishra residing at Rajapara, Pakur, Pin: 816107, Jharkhand, have changed my name and shall henceforth be known as Pushpalata Mishra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 16/2024 dated 19/11/2024. Pushpa Mishra (old name) and Pushpalata Mishra (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Priti Shukla (old name) wife of Kalyan Kumar Mishra residing at 195/1, Rajdanga Nabapally, Poorba, Flat No. 2, P.S-Kasba, Kolkata-700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Priti Mishra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 15/2024 dated 19/11/2024. Priti Shukla (old name) and Priti Mishra (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kalyankumar Analkumar Mishra (old name) son of Analkumar Mishra residing at 195/1, Rajdanga Nabapally, Poorba, Flat No. 2, P.S-Kasba, Kolkata-700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kalyan Kumar Mishra (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 14/2024 dated 19/11/2024. Kalyankumar Analkumar Mishra (old name) and Kalyan Kumar Mishra (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I , Noorjahan Khatun W/O- Md Julfikar Islam resident of Ichhapur Paschimpara, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'NOORJAHAN ISLAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 25/11/2024. That Noorjahan Khatun and Noorjahan Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Kr. Ghosh (old name) son of Late Jitendra Nath Ghosh, residing at SALTEE SPACIO, BL- E, 1ST FLOOR, FLAT NO- E1/1, 1 MALL ROAD, P.O.- DUM DUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700080, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Ghosh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/11/2024. Swapan Ghosh (new name) and Swapan Kr. Ghosh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shakila Begum (old name) wife of Ashraf Hossain, residing at 4/1, Rifle Range Road, Sabri Manzil, P.S.-Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nanni Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/11/2024. Nanni Begum (new name) and Shakila Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kashmiri Zahir (old name) W/O Kamran Zahir and D/O Zamir Akhtar, residing at 71/1A/H/5, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kashmeri Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/11/2024. Kashmeri Begum (new name) and Kashmiri Zahir (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kartik Chandra Bera (Old Name) S/o Dinabandhu Bera Residing at Sabnam,6 Vivekanand Road,By lane 1, Near by lane 1, Rickshaw Stand, Sonarpur,District - 24 Pgs (S),Pin-700150 West Bengal India shall henceforth be known as Kartick Chandra Bera (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2024.Kartik Chandra Bera (Old Name) and Kartick Chandra Bera (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Smita Rani Barik (Old Name) W/o Alekh Kumar Behera Residing at 68/1 Asutosh Mukherjee Lane, Howrah Municipal corporation, Golabari, District - Howrah, Pin-711106, W.B. India shall henceforth be known as Smita Behera (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2024. Smita Rani Barik (Old Name) and Smita Behera (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ratan Podder (Old Name) S/o Late Nitai Lal Podder Residing at 14/3/2 Sribash Dutta 1st Bye Lane,Haora(M.Corp), Haora Howrah, District - Howrah,Pin-711101 West Bengal India shall henceforth be known as Ratan Kumar Podder (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2024.Ratan Podder (Old Name) and Ratan Kumar Podder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Najma Khatoon W/o Mahatab Alam Residing at 8/1,Shil Basti 2nd Bye Lane,P.s - Shibpur, P.o - Howrah,District - Howrah Pin-711102 West Bengal India shall henceforth be known as Najma Khatoon Ansari. I declare that Najma Khatoon and Najma Khatoon Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-11-2024.

Name Change

I, Mahetab Alam alias Mahtab Alam S/o Aftab Alam Residing at 8/1,Shil Basti 2nd Bye Lane,P.s - Shibpur, P.o - Howrah,District - Howrah Pin-711102 West Bengal India shall henceforth be known as Mahatab Alam. I declare that Mahetab Alam, Mahtab Alam and Mahatab Alam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-11-2024.

Name Change

I, RINKU ROY (Old Name) W/O BIKASH CHANDRA SAHA, Residing at 3 No D B Nagar, P.O.-Sukchar, P.S.-Khardah, North 24 Parganas, Pin-700115, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RINKU ROY SAHA (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 16-11-2024, RINKU ROY (Old Name) and RINKU ROY SAHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ASHOK KUMAR BISWAS (Old Name) S/O KHAGENDRA NATH BISWAS, Residing at 24/7,Mahendra Banerjee Road, P.O.-Parnasree Pally, P.S.-Parnasree, Kolkata, Pin-700060, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ASHOKE KUMAR BISWAS (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 25-11-2024, ASHOK KUMAR BISWAS (Old Name) and ASHOKE KUMAR BISWAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Noor Hussain Beg S/o Dhanu Beg Residing at Vill - Mukundapur, P.o - Sagareswar, P.s - Ramnagar,District - Purba Medinipur Pin-721446 West Bengal India shall henceforth be known as Noor Hossen Beg. I declare that Noor Hussain Beg and Noor Hossen is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-11-2024.

Name Change

I, AKRAM HOSSAIN (Old Name) S/O LATE AZIZAR DAFADAR, Residing at Vill-Bansjhari Mallikpur, P.O.-Soladana, P.S.-Basirhat, North 24 Parganas, Pin-743429, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AKRAM HOSSAIN DAFADAR (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class Basirhat vide affidavit Dated 22-11-2024, AKRAM HOSSAIN (Old Name) and AKRAM HOSSAIN DAFADAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SHABANA ANJOOM, W/o - Md Aslam, R/o - 2, Hem Ghosh Lane, P.S - Shibpur, Dist - Howrah -711102 hereby declare that my name has been wrongly recorded in my son's (MD SOHAIL ASLAM) birth certificate Reg No -v/422/05/W-41 and Class X Mark Sheet being No.TT 40112179 and Class XII Mark Sheet being No. BG 90029224 issued by Indian School Certificate Examination, New Delhi as SABANA ANJUM instead of SHABANA ANJOOM Vide affidavit before the notary public at Howrah on 22/11/2024 I hereby declare that SABANA ANJUM & SHABANA ANJOOM both are same and one Identical person.

Name Change

I miss Sumani Nag D/O Late Satyendra Mohan Nag residing at L.I.G 19 Birati Abasan,M.B Road,P.S-Nimta,Kolkata-700049.I Declare that my good name is Sumani Nag and Sumana nag is also my pet name . MY actual date of birth to be written as 31/01/1973 in place of 22/08/1972 in my father Service book. I Sumani nag and Sumana nag both are the same and one identical person.vide an affitdavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Barrackpore on 16.11.2024.

ছ' দিনের ঐতিহ্য মণ্ডিত পৌষমেলা আয়োজক শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, সাহায্যের হাত জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ গতবছর পৌষ মেলার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এবার সেই পৌষ মেলার আয়োজক শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। তাকে সাহায্য করছে বিশ্বভারতী ও জেলা প্রশাসন। এবার মেলা হচ্ছে মেলার মাঠ তথা পূর্ব পল্লীর মাঠেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ পর ফের ঐতিহ্য মণ্ডিত পৌষমেলা এবার পরিবেশবান্ধব মেলা হতে চলেছে পূর্ব পল্লীর মেলার মাঠে । বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেন বলেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জেলাপরিষদ, বোলপুর পৌরসভা, এস আর ডিএ চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। খুবই ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। ছয় দিনের মেলা হবে। আরও দুই দিন লাগবে মেলা তুলতে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা এবং পৌষ উৎসব দুটোই হবে। সেটা যেন আগের বছরের থেকে ভালো হয় সেটা দেখতে হবে। অযথা বিতর্ক যেন না হয়। সেটা দেখতে হবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ বলেন, নিশ্চিতরূপে মেলার মাঠ বিশ্বভারতীর। তবে রাজ্য সরকারের এস আর ডি এ, পুরসভা, জেলা পুলিশ প্রশাসন। আইন শৃংখলা থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সবটাই রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে। তাই রাজ্যসরকার ছাড়া মেলা আয়োজন করা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী চান, মেলা হোক। তাই রাজ্যসরকার সর্বতভাবে পৌষমেলার আয়োজনে সাহায্য করবে। এবার মেলায় প্লাস্টিক মুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত শব্দ সম্প্রচার, বায়োটয়লেটের ব্যবহার সহ এক পরিবেশ বান্ধব মেলা হতে চলেছে। উনিশ সালের পর এই ঐতিহ্যবাহী মেলা নিয়ে অনেকেই আশাবাদী। ব্যাবসায়ী সংগঠন খুবই খুশি যেহেতু এবার ছয় দিনের মেলা হবে। তারপর দুই দিনের মধ্যে প্রশাসন সেই মেলা তুলে দেবে।

নদী পারাপারের জন্য নেই নৌকা, বছরের পর বছর নরক যন্ত্রণায় গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর ঃ বইয়ের ব্যাগে গামছা নিয়েই বের হতে হয়। স্কুলের পোশাক ছেড়ে গামছা পরে নদী পেরিয়ে আবার পরতে হয় পোশাক। ডেপুটেশন থেকে শুরু করে পথ অবরোধ সব করেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের উত্তর চিকলিগুড়ি ও পারোকাটা গ্রামের বাসিন্দাদের এটাই রোজনামচা। স্কুল কিংবা কাজে যেখানেই যান ব্যাগে করে আপনাকে গামছা নিয়েই বের হতে হবে। গ্রামদুটির সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী। এই নদীতে পারকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি নৌকো ছিল পারাপারের জন্য । প্রায় লক্ষাধিক টাকা পাওনা পঞ্চায়েতের কাছে । ফলে নৌকোর মালিক আর নৌকো চালায় না। নৌকো পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় চরম বিপাকে গ্রামের মানুষ। বহু আবেদন নিবেদন করেও কাজের কাজ না হওয়ায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গ্রামের মানুষ শামুকতলা যাওয়ার সা।ক অবরোধ করে রাখে। কোনও কাজ হয়নি। এবার গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বাঁশের সাকো তৈরি করতে চাইছেন। এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধীপতি স্নিগ্ধা শৈব্য বলেন, আমি শুনেছি ব্রিজের দাবিতে পথ অবরোধ হয়েছে। তবে ব্রিজের দাবিতে কেউ আমার কাছে আসেনি। এত বড় ব্রিজ তৈরি করার পরিকাঠামো জেলা পরিষদের নেই। তবে মানুষের দাবি মেনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাবেন তিনি। এক গ্রামবাসী কাঁধে সাইকেল নিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন। তিনি বলেন, কাজে যাচ্ছিলাম। এভাবেই চলছে আমাদের জীবন। অনেক আন্দোলন করে কিছু হয়নি। যে এমপি বা এমএলএ আসে সে-ই বলে দেখছি। ভোট আসলেই সবাই বলে ব্রিজের চেষ্টা করব। ভোট ফুরলে আর কিছুই হয় না।

এসে গেল কমলালেবু, দেদার বিক্রি শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ শীতকাল মানে কমলালেবু, তাও দার্জিলিং এর কমলালেবু। এবারে কয়েকদিন আগেই কমলালেবু চলে এসেছে

শিলিগুড়িতে। দাম অসাধারণ মানুষের নাগালের মধ্য। অনেকেই জানিয়েছেন, এবারের রেকর্ড পরিমাণে কমলালেবু উৎপাদন হয়েছে দার্জিলিংয়ে, যার কারনে আগেভাগেই বিদেশে চলে গেছে কমলালেবু। শিলিগুড়িতে কমলালেবু অক্টোবরের শেষের দিক থেকে, আর এবারে আরো আগে চলে এসেছে, তবে দাম নিয়ে অনেকটাই দ্বিধায় ছিলেন ক্রেতারা। এবারে সেটা বেড়ে গেছে। দার্জিলিং থেকে দু ধরনের কমলালেবু শিলিগুড়িতে আসে, এক পাহাড়ের কমলালেবু, আর গ্রামের কমলালেবু। এর মত পাহাড়ের কমলালেবু খেতে মিষ্টি। তাই শিলিগুড়ি ত এর বিক্রি বেড়ে গেছে অনেকদিন থেকে। কমলালেবু বিক্রেতারা জানিয়েছেন এবারে সবকিছুই আগেভাগে হচ্ছে, তাই আশা করা যায় রেকর্ড পরিমাণে বিক্রি হবে কমলালেবু।

কোটিপতি হওয়ার চেষ্টা! লটারির দোকানে হানা দুষ্কৃতীদের, চাঞ্চল্য অন্ডালে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ কোটিপতি হওয়ার চেষ্টা। গভীর রাতে দোকানে ঢুকে সমস্ত লটারির টিকিট নিয়ে চম্পট দিল একদল যুবক। সাতসকালে দোকান খুলে মাথায় হাত ব্যবসায়ীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য অন্ডালের উখড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্ডাল থানার উখড়া বাজারে শেখ করিমের একটি লটারির দোকান রয়েছে। রবিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন তিনি। সোমবার সকালে দোকান খুলতেই দেখেন অ্যাসবেস্টসের ছাদ কাটা। ভিতরে থাকা কাঁচের বাক্সে রাখা সব লটারি টিকিট উধাও। ক্যাশ বক্সে থাকা কয়েক হাজার টাকাও নেই। এখানেই শেষ নয়। পাশের একটি কাঠের গোডাউনেও দুষ্কৃতীরা ঢোকে। সেখানে অবশ্য টাকা না থাকায় খালি হাতেই বেরিয়ে যায়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা বাজারজুড়ে। খবর পেয়ে পৌঁছায় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। লটারি ব্যবসায়ী শেখ করিম বলেন, কয়েকদিন আগেও পাশের একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এবার আমার দোকানে চুরি করল দুষ্কৃতীরা। সব চলে গেল আমার। চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। কিছু ব্যাবস্থা করুক পুলিশ। পাশের এক ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ কর দাবি করেন,আমার অ্যাসবেস্টারের ছাদও কেটেছিল দুষ্কৃতীরা। শুধু কাঠ দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। তবে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করছি আমরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিখোঁজ ছেলেকে দিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে ধর্ণায় বাবা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ নভেম্বর ঃ অন লাইন গেম খেলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে নিখোঁজ এক যুবক। ছেলের খোঁজে ১০০ দিন ধরে রামপুরহাট থানা থেকে জেলা পুলিশের সর্বময় কর্তার দ্বারস্থ হয়েও লাভ হয়নি। ফলে একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেতে এবার মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে মঞ্চ করে ধর্ণায় বসলেন বাবা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। সোমবার রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে ধর্ণায় বসেছেন নিখোঁজ সন্তানের বাবা। বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের চাকলামাঠের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে তীর্থ দাসকে নিয়ে বসবাস করেন। পেশায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। চলতি বছরের ১৭ আগষ্ট নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁর একমাত্র ছেলে তীর্থ দাস। সে রামপুরহাটের একটি বেসরকারী জিমে ট্রেনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৭ আগষ্ট জিমে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। তারপর সে আর বাড়ি ফেরেননি। আজ তার নিখোঁজের ১০০ দিন। নিখোঁজের বাবা জানান, অনলাইনের মাধ্যমে ছেলে গেম খেলত। সেই অনলাইন গেম খেলতে গিয়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে টাকা আদায়ের জন্য পাওনাদারেরা বারবার আসতো। নিখোঁজের বাবার অভিযোগ, ছেলের নিখোঁজের পর রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু সেখান থেকে আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। এরপর ধাপে ধাপে প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে ছেলেকে ফিরে পাওয়ার লিখিতভাবে আবেদন জানান তিনি। ছেলের নিখোঁজের ১০০ দিন হয়ে গেলেও ঘরে ফেরেনি নিখোঁজ সন্তান। তাই ছেলেকে ফিরে পেতে এবার রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে ধর্ণায় বসলেন বাবা। নিখোঁজ সন্তানের বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শহরের বিভিন্ন নাগরিক। তারাও ধর্না মঞ্চে বসে নিখোঁজ সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আশায় রয়েছেন। বিশ্বনাথবাবু বলেন, ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর বহু জায়গায় ছুটে বেরিয়েছি। কিন্তু কোথাও কোন সাহায্য পায়নি। তাই বাধ্য হয়ে অবস্থানে বসছি। রামপুরহাটের বাসিন্দা পার্থ প্রতিম গুহ বলেন, আমরা অসহায় বাবার পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরাও তাঁর পাশে রয়েছি। এদিকে রামপুরহাট শহরে চলছে অনলাইন গেমের মাধ্যমে একটি জুয়া চক্র। সেই চক্রের কারনে যুবসমাজের একাংশ আর্থিক দেনায় জড়িয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে। অতিলম্বে সেই অনলাইন গেম চক্র বন্ধ হোক।

পানীয় জলের দাবিতে ধর্ণায় তৃষ্ণার্ত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ একদিকে যখন কেন্দ্র এবং রাজ্যের পানীয় জলের প্রকল্পের ঢাক বাজছে নিত্যদিন। সেই সময়

পানীয় জল পরিষেবা বিহীন পুরো গ্রাম, দফতরে ধর্ণায় তৃষ্ণার্ত এলাকাবাসী। জেলা শহর জলপাইগুড়ি তারই সদর ব্লকের খড়িয়া অঞ্চলের একটি জনপদ সানুপাড়া, স্থানীয়দের অভিযোগ সেই ২০১৬ সাল থেকেই পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যাবস্থা নেই এলাকায়, বাধ্য হয়ে পাশে থাকা পৌরসভার অন্তর্গত আদরপাড়া, এবং রেল লাইনের ওপরের ভানু নগরে গিয়ে সংগ্রহ করতে হয় জল। এবার সেই পানীয় জলের পাকাপাকি সমাধানের দাবী নিয়ে সোমবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ি স্থিত পিএইচই দফতরে ধর্ণায় বসেছে সানু পাড়ার তৃষ্ণার্ত জনগণ। এই প্রসঙ্গে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য গনেশ ঘোষ জানান, এই কষ্টের বিষয়ে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, বিডিও, সহ অন্যান্য সরকারী অফিসে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এদিন পানীয় জলের কষ্টে ভোগা এলাকাবাসীরা সংশ্লিষ্ট দফতরে পানীয় জলের দাবিতে ধর্ণায় বসেছে, যতক্ষণ দফতরের পক্ষ থেকে কোনো সঠিক জবাব পাওয়া না যাবে এই ধর্ণা চলবে।

সৈকতশহরে এবার শ্রীচৈতন্যদ্বার

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৫ নভেম্বর ঃ রোজই শিরোনামে দিঘা। গতকালই জানা গিয়েছিল দিঘা নিয়ে একরাশ আপডেট। যেমন, দিঘায় বেড়াতে এসে বাড়তি ভাড়া ইত্যাদি-সহ যে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন পর্যটকেরা, সেগুলি এবার দূর করা হবে। ওদিকে মন্দারমনি জুড়ে হোটেলগুলি নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েনের ফলে ডিসেম্বরের ছুটিগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দিঘাতেই আছড়ে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দিঘা প্রশাসন আগেভাগেই বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানা গিয়েছিল তা-ও। এবার এল নতুন দিঘা-আপডেট! কী? এবার পর্যটনশহর দিঘার মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে চৈতন্যদ্বার। যা পর্যটকদের বিপুল ভাবে আকর্ষণ করবে। দিঘা প্রবেশদ্বারের মতো অনুরূপ একটি গেট, অর্থাৎ, এই চৈতন্যদ্বার তৈরি হতে চলেছে, মনে করা হচ্ছে, যা দিঘার মুকুটে এক নতুন পালক সংযোজন করতে চলেছে। জগন্নাথদেবের পাশাপাশি মাসির বাড়ি অর্থাৎ, জগন্নাথদেবের মন্দির-লাগোয়া প্রবেশপথের মুখেই এই সুবিশাল চৈতন্যদ্বার তৈরি হবে। চৈতন্যদেবের নামাঙ্কিত এই প্রবেশদ্বারে জগন্নাথদেবের নানা কাহিনির পাশাপাশি অঙ্কিত ও লিখিত থাকবে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যও। এজন্য সম্প্রতি মাপজোক করা হয়েছে। তিন-চারদিনের মধ্যে এই কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে জগন্নাথ মন্দিরের কাজ শেষ পর্যায়ে। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় দিঘার মতো পর্যটনকেন্দ্রে দেখার সুযোগ পেতে চলেছেন পর্যটকেরা।

দিদির সাথে সাক্ষাৎ ভাই অনুব্রতর, কেষ্টকেই জেলার দায়িত্বে পুনর্বহাল?

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ নভেম্বর ঃ কালীঘাটে বৈঠকে ডাক পেয়ে দিদির সাথে দেখা করতে ছুটলেন অনুব্রত ওরফে কেষ্ট। বেরনোর সময় অনুব্রত বলেন, দীর্ঘদিন বাদে দিদির কাছে যাব। ভালোই লাগছে। গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় জামিন পেয়ে অনুব্রত জেলায় ফিরেছেন । তারপর থেকে দলনেত্রীর সাথে দেখা করা হয়নি অনুব্রতর। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা জেলাটা দেখছিলেন। কাজের সুবিধার জন্য অনুব্রতর অবর্তমানে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজি সিংহ ও তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ, এই ছয়জন সদস্যের কোর কমিটি বীরভূমের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন, অনুব্রতর প্রত্যাবর্তনে হয়তো কোর কমিটির অস্তিত্ব বিলোপ হবে। কিন্তু, তা হয় নি । বরং, অনুব্রত ফিরতেই কোর কমিটিতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও জেলা সভাপতি হিসেবে অনুব্রত থাকছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে কালীঘাটে ডাক পান অনুব্রত মণ্ডল । সেই মর্মে চিঠিও পেয়েছেন তিনি । দীর্ঘ আড়াই বছর পর দলনেত্রীর মমতা মুখোমুখি হবেন কেষ্ট । বৈঠকে যোগ দিতে এদিন সকালেই বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়ি থেকে কালীঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে অনুব্রতর কনভয় । দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে অনুব্রত ডাক পাওয়ায় উচ্ছ্বাসিত তাঁর অনুগামীরা। আর এই ডাক পাওয়া যে বীরভূমের রাজনীতির মাটিতে তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য । বীরভূমের কোর কমিটির বাকি ছয়জন সদস্য কলকাতাতেই আছেন । দলের বৈঠক শেষে তৃণমূল সুপ্রিমো বীরভূমের বর্ধিত কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। বা তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথাও বলতে পারেন এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এদিক থেকে কালীঘাটের এই বৈঠকের দিকে চেয়ে রয়েছে সব রাজনৈতিক মহল । এখন দেখার অনুব্রত স্বমহিমায় ফিরবেন? না তার ডানা ছাঁটা হবে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্টেইনলেস-স্টিল কনভেক্স মিরর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন।" কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৮৮,৮৬,৫১১.৬০ টাকা। বায়না মূল্যঃ ১,৭৭,৭০০.০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমাঃ ০৩ (তিন) মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৮.১২.২০২৪, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫০৪-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

NAITY GRAM PANCHAYAT

Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 419/NGP/2024 & 420/NGP/2024, dated: 22/11/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 22/11/2024. Last date of submission of Tender: 29/11/2024. Date of Opening of Tender: 02/12/2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/১৬ তারিখঃ ২১-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-১৬-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও-নিউ আলিপুরদুয়ার খণ্ডের অন্তর্গত গোসাইগাঁও হাট- চৌতারা স্টেশনের মধ্যে ১৯৮/৭-৮ কিলোমিটারে মানব নিযুক্ত এল-জিং নং. এনএন/১২৬ (আপ/ডাউন) এর পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা। (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। টেণ্ডার রাশিঃ ১৬,৯৫,৫৫৮.৭০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৩,৯০০/- টাকা। ই-টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER No. WBPUR/EO/Niet-08/24-25,
Dated:- 24/09/2024

E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting from 25.11.2024 from 6.55 P.M up to 03.12.2024 UPTO 5.00 PM. Bid submission starting from 25.11.2024 at 6.55 PM up to 03.12.2024 UPTO 5.00 PM. and Opening on 06.12.2024 AT 11.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

নোটিশ

যে আমার মক্কেল ফরিদা বেগম, সেখ গোলাম মারতোজার স্ত্রী, সদর ও পোস্ট অফিস মোহর, থানা- সাবাং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরে বসবাসকারী, ২০১০ সালের জন্য দলিল নং ৪২৫০ হারিয়েছেন এবং পিংলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ১১-১১-২০২৪ তারিখের G.D. এন্ট্রি নং ৪৬৮ ভিডিয়ো স্টেশন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 2719/WS/SD Dated: 25/11/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT13/11e/24 and Tender Id No-2024_MAD_773138_1 to 2 for Sinking of 200 x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at in W-1 & 2 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 18/12/2024 at 14:00 hrs For more details and bidding online please visit website-https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-13/2024-25 Vide Memo No-2763/Shy-II Dated-25.11.2024 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders.gov.in. The last date of tender submission -11.12.2024 at 5.00 PM.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

eTender Notice

1. Tender Notice for 455/SGP/5Th. SFC/ 2024-25 Dt:25.11.2024, Tender ID (2024_ZPHD_773392_1). Last Date of Bid Submission as on 02/12/24 upto 7 PM.

Sd/-Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী আনন্দ কেডিয়া, পিতা- মৃত রাধাকিষাণ কেডিয়া, সাকিন- ১৩৮ / ১২৭, ব্লক-১, দ্বিতীয়তল, দক্ষিণ দারি রোড, বিপরীত ইস্টান পেপারমিল, কোলকাতা ৭০০০৪৮ এর নির্দেশানুক্রমে সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জনৈক তাপস সরকার, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির বৈধওয়ারীশগনের মধ্য হইতে দুইজন বৈধ ওয়ারীশ ১) শ্রীযুক্তা বানী সরকার, স্বামী- মৃত তাপস সরকার, ২) শ্রীমতি অমৃতা (সরকার) ভাস্কর, স্বামী মিঠুন ভাস্কর গত ইংরাজী ০৮।১১।২০১৬ তারিখে দক্ষিন দিনাজপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, ০৪ নং বহিঃ রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির অপর শরীক শ্রী তুষার সরকার, পিতা- মৃত তাপস সরকার, সাকিন ও পোঃ- খিদিরপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর এর বরাবর হস্তান্তরের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি স্বয়ং ও আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অপর শরীক জনৈক তড়িৎ সরকার, পিতা- মৃত তাপস সরকার, সাকিন ও পোঃ- খিদিরপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর এর বরাবর গত ইংরাজী ০৫।১২।২০১৬ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর, অফিসে ২৯০৯ নং দানপত্র দলিল মূলে হস্তান্তর করিয়া দিলে উক্ত দানপত্র দলিল মূলে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত শ্রী তড়িৎ সরকার মহাশয় আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর গত ইংরাজী ০৩।০৩।২০২১ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৬৬ নং খোস কবলা দলিলমূলে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত মালিক বা দখলীকার থাকিলে বা রেকর্ড এর বিষয় কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা - বালুরঘাট, মৌজা- খাদিমপুর, জে.এল. নং -১১০, খতিয়ান নং- ১১৪৪, দাগ নং - সার্ভে সাবেক ২২ ও হাল ১৪৩, পরিমান ৬৬ শতক মধ্যে ১৫৮৭ বর্গলিঙ্ক বা ১.৫৮৭ শতক, শ্রেনী- ব্যস্ত।
চৌহদ্দী- উত্তরে- বাবলু চাকী, দক্ষিণে- শম্ভুলাল আগরওয়ালা, পূর্বে- শম্ভুলাল আগরওয়ালা ও ০৪ ফুট চওড়া চলাচলের কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- ড্রেণ।

শ্রী যোগেশ পারখ আইনজীবি,
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর।
পিন কোড- ৭৩৩১০১, ফোন নং-৯০০২৫৮০৭০৯

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। বিবরণঃ দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি- পার্কিং ডিইসি২৪, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৫।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ঠাকুরগঞ্জ
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১০১-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বাগডোগরা
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলুয়াবাড়ি রোড
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কিষানগঞ্জ/পিআরএস সাইড
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আরারিয়া
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৪-২ (পার্কিং-মিক্সড)	একলাখি
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১০৪-২৪-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়াল ভ্যাহিকেল)	নিউ জলপাইগুড়ি গুডস শেড

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২১-১১-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪ (আইটেম সংখ্যা. ১ থেকে ০৪ পর্যন্ত) এর সংশোধনী নং. ০১

প্রশাসনিক কারণে টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৪ তারিখ ১৪-১১-২০২৪ এর টেণ্ডার নং. ০১ থেকে ০৪ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated tender corrigendum has been sent to publishing tender ID 2024_MAD_765889_1 corrigemdum no-378 Dm/Engg date-25/11/2024 For Details Visit: http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in Office ph no 7478003845

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

সংশোধনী নং. এসডিইই/এলএমজি/সংশোধনী/০৩ অব ২০২৪-২৫ তারিখঃ ২২-১১-২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/২৫ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪-দ্বারা প্রকাশিত নীচের টেন্ডারগুলিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৪, কাজের নামঃ গুয়াহাটিতেঃ গুয়াহাটি এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, এলসি গেটের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত ঃ টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি, বিশেষ শর্ত। ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৫, কাজের নাম ঃ নিউ গুয়াহাটিতে ঃ নিউ গুয়াহাটি এরিয়ায় বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টার ও এলসি গেটের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত ঃ জেভি ফার্ম অনুমোদিত, টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি, বিশেষ শর্ত। ক্র. নং. ৩, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৬, কাজের নাম ঃ নিউ গুয়াহাটি ও নারেঙ্গি এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়ার রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্তঃ জেভি ফার্ম অনুমোদিত, টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি, বিশেষ শর্ত। ক্র. নং. ৪, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৭, কাজের নাম ঃ আমিনগাঁও এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়া ইত্যাদির রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত ঃ টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি। ক্র. নং. ৫, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৮, কাজের নামঃ পাণ্ডুতেঃ পাণ্ডু এরিয়ায় বিভিন্ন স্টাফ কোয়ার্টারের রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত ঃ জেভি ফার্ম অনুমোদিত, টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি। ক্র. নং. ৬, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/২৯, কাজের নামঃ পাণ্ডুতেঃ পাণ্ডু এরিয়ায় বিভিন্ন সার্ভিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়ার রুফ টপ কভার করে সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত ঃ জেভি ফার্ম অনুমোদিত, টেন্ডার নথিপত্র, এনআইটি সময়সূচি।

অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice

Pradhan, Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No: Maju GP/856/LWM & 15th CFC/24-25 to Maju GP/863/LWM/24-25 Dated 20/11/2024 and Maju GP/871/LWM & 15th CFC/24-25 to Maju GP/883/LWM & 15th CFC/24-25, dated-20/11/2024 and Maju GP/892/LWM & 15th CFC/24-25 to Maju GP/897/LWM & 15th CFC/24-25 and Maju GP/898/5th SFC/24-25 dated 25/11/2024. For more information,visit https://www.wbtenders.gov.in and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (WS) BPS, KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/GMBPS/24-25/08/1st Call
Name of the work : Renovation works including painting of pump house internal building at Gandhi Maidan BPS; Estimated Cost : ₹ 4,94,693.00; Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 14 days.

(2) NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/24-25/09/1st Call
Name of the work : Installation of 900mm diameter SV on inlet mainline and 450mm diameter SV on by pass line at Daspara BPS; Estimated Cost : ₹ 4,57,941.00; Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 07 days.

(3) NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/24-25/08/1st Call
Name of the work : Renovation works including painting at Daspara Booster Pumping Station; Estimated Cost : ₹ 4,88,981.00; Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 05 days.

(4) NIT No. : KMC/WS/BBPS/24-25/21/1st Call
Name of the work : Repairing of leakage of 1200mm diameter manifold pipeline at Behala Booster Pumping Station; Estimated Cost : ₹ 3,59,461.00; Earnest Money : ₹ 8,000.00; Period of completion : 03 days; Last date of submission of bid : 05.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 4); Tender will be opened on : 07.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from 27.11.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 4); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (WS), South, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/099/2024-25/12/1st Call
Name of the work : Improvement of water supply network system by near premises No. 1/27C Vidyasagar Colony and its adjacent area in Ward No. 99, Br.-X; Estimated Cost : ₹ 1,49,916.07; Earnest Money : ₹ 3,000.00; Period of completion : 35 days.

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/M/S/24-25/32/1st Call
Name of the work : 600mm dia PSC jacketing leak repairing work on existing water pipe line at 25L/1A Selimpur Road and 32/1 Sarat Ghosh Garden Road in Br.-X; Estimated Cost : ₹ 2,03,643.06; Earnest Money : ₹ 4,100.00; Period of completion : 15 days.

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/M/S/24-25/45/1st Call
Name of the work : PSC jacketing work over 600mm dia existing water pipe line leak at 26 NSC Bose Road, 6/5 Bijoygarh Pallisree More and Jadavpur Thana Crossing in Br.-X; Estimated Cost : ₹ 2,38,414.69; Earnest Money : ₹ 4,800.00; Period of completion : 15 days.

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/S/091/2024-25/15/1st Call
Name of the work : Development of water supply pipe line by laying 100mm dia D.I. pipe near premises No. 49A Banerjee Para Lane, 180/1 B.B. Chatterjee Road, 24A, Baikuntha Ghosh Road etc. in Ward No. 91, Br.-X; Estimated Cost : ₹ 2,48,862.94; Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of completion : 25 days.

(5) NIT No. : KMC/WS/EE/S/091/2024-25/16/1st Call
Name of the work : Development of water supply networks by laying 100mm dia D.I. pipe near premises No. 108B Sarat Ghosh Garden Road, 34T/5 & 35V N.K. Goosal Road etc. in Ward No. 91, Br.-X; Estimated Cost : ₹ 2,48,991.57; Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of completion : 25 days; Last date of submission of bid : 05.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1), 07.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 2 to 5); Tender will be opened on : 07.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1), 10.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 2 to 5); The bid forms and other details are available on and from 27.11.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1), 29.11.2024 - 2 pm (For Sl. No. 2 to 5); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).

The Executive Engineer (Water Supply), Jadavpur Unit, BR-XII, KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/BR-XI/103/24-25/C-4/1st Call
Name of work : Improvement of water supply network by replacing old wornout pipes and laying new 100mm dia, D.I. pipes from 21/2 to 29/5 Lake East 6th Road in Ward No. 103, Br.-XI; Estimated Amount : ₹ 2,88,035.29; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 21 days.

(2) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/106/24-25/05/1st Call
Name of work : Improvement of water supply pipeling by replacing of old wornout 100mm dia D.I. pipe line from Prem. No. 72/6 and 72/A/4 Purbachal Main Road in Ward No. 106, Br.-XII; Estimated Amount : ₹ 2,29,877.13; Earnest Money : ₹ 4,600.00; Period of completion : 30 days.

(3) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/108/24-25/05/1st Call
Name of work : Improvement of water supply by laying of 100mm dia D.I. pipeline replacing old wornout pipe for Eastern side of R.R. Plot from 160 R.R. Plot to 622 R.R. Plot in Ward No. 108, Br.-XII; Estimated Amount : ₹ 2,94,244.77; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 21 days.

(4) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/24-25/06/1st Call
Name of work : Laying of 100mm dia new DI pipe from Pre. No. A 87 Sammilani Park to Pre. No. A 92 Sammilani Park for refurbishment of water supply in Ward No. 109, Br.-XII; Estimated Amount : ₹ 1,14,941.80; Earnest Money : ₹ 2,500.00; Period of completion : 10 days; Last date of receipt/opening of tender (Online) : 10.12.2024 - 2 pm / 12.12.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available from the website https://etender.wb.nic.in and https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/34/2024-25/20
Name of work : Repairing, Replacement and Painting of damaged bridge components at above water level for clariflocculator No.-4 with other allied works at WTP-II, GRWW; Estimated Amount : ₹ 2,13,970.00; Earnest Money : ₹ 4,300.00; Period of completion : 18 days.

(2) NIT No. : WS/GRWW/P-II/04/2024-25/22
Name of work : Surface treatment with chemical coating arrangements and strengthening of alum melting cage against coagulant tank No.-6 under WTP-II, GRWW; Estimated Amount : ₹ 2,75,692.00; Earnest Money : ₹ 5,520.00; Period of completion : 20 days; Last date of receipt/opening of tender (Online) : 16.12.2024 at 2 pm / 18.12.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details will be available shortly from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

917/24-25

পারথে বুমরা-সিরাজদের দাপটে ছারখার অজিরা

ঐতিহাসিক জয় ভারতের

পারথ, ২৫ নভেম্বরঃ পারথ টেস্টে ভারতের প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ। তেমনটাই বলতে হচ্ছে। পাঁচ দিনে গড়াল না ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট। এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। অস্ট্রেলিয়া অতীতে চতুর্থ ইনিংসে সফলভাবে ৪০৪ রান তাড়া করে জিতেছে। লিডসে ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ জিতেছিল অজিরা। বুমরার ভারতের বিরুদ্ধে পারথে তেমনটা পারল না কামিন্সের দল। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস বলছে এতদিন সবচেয়ে বেশি ৪১৮ রান তাড়া হয়েছে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য ভারত অজিদের টার্গেট দিয়েছিল ৫৩৪ রানের। কামিন্সের দল সেখানে থামল ২৩৮ রানে। যার ফলে ২৯৫ রানের ব্যবধানে বড় জয় ভারতের। দীর্ঘ ১৬ বছর পর পারথে টেস্ট জয় টিম ইন্ডিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন ট্রাভিস হেড লড়াই করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন বুমরা তাঁকে বিধ্বংসী হতে দিলেন না। ১০১ বলে ৮৯ রান করে মাঠ ছাড়েন তিনি। হেড ছাড়া মিচেল মার্শ করেন ৪৭ রান। শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে যান অ্যালেক্স ক্যারি (৩৬)। এই লড়াইটা তিনি না করলে, অজিরা আরও বেশি ব্যবধানে এই টেস্টটা হারতে পারত। পারথ টেস্টের তৃতীয় দিন ৩টে উইকেট নিয়ে জয়ের রাস্তা খানিক তৈরি করে রেখেছিলেন সিরাজ-বুমরারা। চতুর্থ দিন শুরুটা তাঁরা সেখান থেকেই করেন। আর তাঁদের

সাহায্য করতে থাকেন নীতীশ রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দর। অজিদের ইনিংসের শেষ উইকেটটি নেন হর্ষিত রানা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি করে উইকেট ক্যাপ্টেন বুমরা ও সিরাজের। ২টি উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দরের। আর ১টি করে উইকেট হর্ষিত রানা ও নীতীশ রেড্ডির। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন ক্যাপ্টেন বুমরা। এই ম্যাচে খেলেননি রোহিত শর্মা। সেকারণে জসপ্রীত বুমরার হাতে অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর এই প্রথমবার বুমরার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া কোনও টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করেছে। সেকারণে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খুশি ভারত অধিনায়ক। ম্যাচের শেষে তিনি বললেন, ''খুব খুশি। প্রথম ইনিংসে আমরা যথেষ্ট চাপে ছিলাম। কিন্তু যেভাবে কামব্যাক করেছি, তা এককথায় অসাধারণ।'' সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছেন, ''২০১৮ সালে আমি এখানে খেলেছিলাম। মাথায় ছিল, ম্যাচ শুরুর দিকে উইকেটের উপরিভাগ কিছুটা হলেও নরম থাকে। আমরা প্রস্তুতিটা বেশ ভালই নিয়েছিলাম। সেকারণে আমি সবাইকে বলেছিলাম যে নিজের উপর আত্মবিশ্বাসটা ধরে রাখতে। অবশেষে জয়লাভ করলাম।'' আর এই টেস্ট ম্যাচ হারের পর কার্যত লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বুমরার সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে তিনি এতটাই আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন যে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ডাক পর্যন্ত প্রথমে শুনতে পারেননি তিনি। কিছুক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন। কামিন্স বলেন, ''এককথায় এই ফলাফল যথেষ্ট হতাশার। আমরা যথেষ্ট ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম। সকলে এই ম্যাচ খেলার জন্য মুখিয়েও ছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত ফলাফল আমাদের পক্ষে আসেনি। আমরা অনেককিছু করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছে। এটাই আসল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।'' সঙ্গে তিনি আরও জানালেন, ''আমরা এই সিরিজে যে কোনও মূল্যে কামব্যাক করতে চাই। মাঝখানে ২ দিন বিশ্রাম নিয়ে অ্যাডিলেডে আবারও অনুশীলনে ফিরব।'' টিম ইন্ডিয়ার কাছে এই জয় যে কার্যত ঐতিহাসিক তা বলা যেতেই পারে। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশের পর এমন কামব্যাক সত্যিই প্রশংসনীয়। আগামী ৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ অ্যাডিলেডে খেলতে হবে ভারতকে। গোলাপি বলের ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার কাছে খুব একটা সহজ হবে না। তবে এই পারফরম্যান্স যদি তারা ধরে রাখতে পারে, তাহলে অবশ্যই লড়াইটা বেশ জমাটি হবে।

ক্যাপ্টেনকে নির্মমভাবে বাদ! রাজস্থানে গেলেন নীতীশ রানা

জেদ্দা, ২৫ নভেম্বরঃ ভেঙ্কটেশ আইয়ার বলছিলেন, কোর প্লেয়ারদের পাশে সব সময় থাকে কেকেআর। সোজা কথা, যে প্লেয়াররা টিম পরিচালনা করেন অর্থাৎ টিম ম্যানেজমেন্টের অঙ্গ হয়েই কাজ করেন যাঁরা। গত ৩টে মরসুম যাঁকে টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করা হয়েছে, দলের প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, বিপদে রান উপহার দিয়েছেন, সেই নীতীশ রানাকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলল কেকেআর। রিটেন তো করাই হয়নি। নিলামে এক বারের জন্য কেকেআর আগ্রহও দেখায়নি। অবশ্য রানাজির প্রতি আগ্রহ অন্যটিমগুলোর ছিল। চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, রাজস্থান তাঁকে নেওয়ার জন্য লড়াই করেছে। শেষ পর্যন্ত রাজস্থান রয়্যালস ৪.২০ কোটিতে কিনল নীতীশ রানাকে। রিটেনশন তালিকা প্রকাশের আগেই একটা সম্ভাবনা ছিল। সেটাই বাস্তব হয়। ছয় জন প্লেয়ার রিটেন করলেও জায়গা হয়নি নীতীশ রানার। শ্রেয়সকেও ছেড়ে দিয়েছিল কেকেআর। নীতীশকেও রাখা কঠিন ছিল। আইপিএলে দুটি দলের হয়ে খেললেও তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতেই। প্রথম বল থেকেই ফোর্থ গিয়ারে ব্যাটিং করার দক্ষতা রয়েছে। বল হাতে কাজে লাগেন। ফিল্ডিংও দুর্দান্ত। সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ারও দক্ষতা রয়েছে। দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খুব বেশি সুযোগ পাননি নীতীশ রানা। তেমনই আইপিএল কেরিয়ারেও নানা ওঠা-

নামা রয়েছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁর কেরিয়ার শুরু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। ২০১৫ সালে তাঁকে নেয় মুম্বই। যদিও সেই মরসুমে এক ম্যাচেও সুযোগ পাননি। ২০১৬ সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে অনবদ্য পারফর্ম করেন নীতীশ রানা। তাঁর ছয় মারার বহর দেখে রিটেন করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ২০১৭ আইপিএল মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়। ১৩ ম্যাচে ৩৩৩ রান করেছিলেন নীতীশ। তৃতীয় বার ট্রফি জিতেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পরের মরসুমে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল মুম্বই। নীতীশ রানাকে মুম্বই ব্যাটার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। মুম্বই ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁকে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। নীতীশ রানাকে অলরাউন্ডার হিসেবেই কাজে লাগায় নাইট রাইডার্স। এরপর থেকেই একই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলছেন। ২০২৩ সালের আইপিএলে ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার ছিটকে যান। কেকেআরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নীতীশ রানা। গত মরসুমে চোটের কারণে সমস্যায় পড়েন। ২০১৮ থেকে ২০২৪ টানা কেকেআরে খেলেছেন। ২০১৮ থেকে ২০২৩, প্রতি মরসুমেই ৩০০-র উপর রান করেছেন। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১০৭ ম্যাচে ২৬৩৬ রান করেছেন নীতীশ। ১৮টি হাফসেঞ্চুরি।

১৮ কোটির শ্যাম কারান পেলেন মাত্র আড়াই কোটি!

জেদ্দা, ২৫ নভেম্বরঃ চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়! আইপিএল ঠারে ঠারে বুঝিয়ে দেয় এই পৃথিবী কতটা কঠিন। গত বছর যাঁর দাম উঠেছিল সাড়ে ১৮ কোটি, সেই তিনিই কিনা জলের দরে বিকোলেন। তাঁর নাম স্যাম কারান, নিলামে মেনে নিতেই কষ্ট হচ্ছিল। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারদের তালিকায় রাখা হয়। তবুও পঞ্জাবের হয়ে জাত চেনাতে পারেননি। ক্যাপ্টেন্সি মিলেছিল। হাতছাড়াও হয়ে যায়। সারা মরসুমে এক-আধটার বেশি ম্যাচও জেতাতে পারেননি। পঞ্জাব স্বভাবতই ছেড়ে দিয়েছে তাঁকে। ইংলিশ অলরাউন্ডার ২ কোটির বেস প্রাইসে নিলামে উঠেছিলেন। দিনের শেষে তাঁর রোজগার ১ কোটি ২০ লক্ষ। অর্থাৎ ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দাম পেলেন এ বার। আরও ভেঙে বললে, ৬৫০ শতাংশ মাইনে কমল কারানের। এ দুঃখ চেন্নাইয়ে মেটাতে পারবেন? আইপিএলে আবার আলোয় ফিরতে হলে ধোনির টিমে আশ্চর্য কিছু করে দেখাতে হবে। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই আইপিএলে বছরের পর বছর ধরে ছাপ রেখেছেন। তা দরে হোক বা পারফরম্যান্সে। তেমনই এক ক্রিকেটার স্যাম কারান। ইংল্যান্ডের এই তরুণ অলরাউন্ডার আইপিএলের আঙিনায় পরিচিত নাম। ভারতের এই কোটি কোটি টাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে স্যাম তিনটে টিমের হয়ে খেলেছেন। শুরুটা হয়েছিল কিংস ইলেভেন পঞ্জাবে। সালটা ২০১৯। শেষ

আইপিএলে তিনি ছিলেন পঞ্জাব কিংসে। অবশ্য মেগা নিলামের আগে তাঁকে প্রীতি জিন্টার দল রিটেন করেনি। তাই তিনি উঠেছিলেন নিজের ভাগ্যপরীক্ষায়। তাঁকে নেওয়ার জন্য নিলাম টেবলে লড়াই হল চেন্নাই, লখনউয়ের। ২০১৯ সালের আইপিএলের নিলামে ৭.২ কোটি টাকায় স্যাম কারানকে টিমে নেয় কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। সে বার তিনি পঞ্জাবের হয়ে ৯টি ম্যাচ খেলেন। ৯৫ রান করেন। আর আইপিএল ডেবিউ মরসুমে নিয়েছিলেন ১০টি উইকেট। এরপর ২০২০ সালের আইপিএলের নিলামের আগে পঞ্জাব ছেড়ে দেয় তাঁকে। এবং সে বার নিলামে তাঁকে কেনে চেন্নাই সুপার কিংস। দুটো মরসুম হলুদ জার্সিতে আইপিএলে খেলেন তিনি। এরপর ২০২৩ সালে কোচিতে হওয়া আইপিএলের নিলামে পঞ্জাব কিংস আবার ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে ১৮.৫০ কোটি টাকায় তুলে নেয়। দামের প্রতি পারফরম্যান্স দিয়ে শেষ ২টো মরসুমে পঞ্জাবের প্রতি স্যাম সুবিচার করতে পারেননি। ২০২৩ সালে তিনি ১৪টি আইপিএল ম্যাচে করেন ২৭৬ রান, নেন ১০ উইকেট। আর গত মরসুমে তিনি ১৩টি ম্যাচ খেলে করেন ২৭০ রান আর নেন ১৬টি উইকেট। এ বার ০০ স্যাম কারানকে ০ কোটি টাকায় টিমে টানল। তিনি এই জার্সিতে কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকেই সকলের নজর থাকবে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পাশাপাশি অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও খেলেন স্যাম। তার মধ্যে দ্য হান্ড্রেডে তিনি খেলেন ওভাল ইনভিন্সিবেলসের হয়ে। আর এসএ২০ লিগে তিনি খেলেন এমআই কেপ টাউনের হয়ে।

৭ রানে শেষ ইনিংস! টি২০-তে লজ্জার বিশ্বরেকর্ড

লাগোস, ২৫ নভেম্বরঃ চোখের পলক পড়তে না পড়তেই একখানা পুরো ক্রিকেট ম্যাচ শেষ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় সবে মাত্র পা রেখেছে সেই দেশ। কথা হচ্ছে আইভরি কোস্টকে নিয়ে। মাত্র ৭ রানেই এক ম্যাচে অলআউট হয়েছে তারা। বিশ্বকাপে আফ্রিকা মহাদেশের উপ-আঞ্চলিক বাছাইয়ে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে এই লজ্জার নজির গড়েছে আইভরি কোস্ট। পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সর্বনিম্ন রান এটাই। গত বছর স্পেনের বিরুদ্ধে আইল অফ ম্যান আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০ রানে অলআউট হয়েছিল। এ বছর মঙ্গোলিয়া সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ঠিক একই ১০ রানে অলআউট হয়। এ বার আইল অফ ম্যান ও মঙ্গোলিয়াকে ছাপিয়ে গেল আইভরি কোস্ট। বিশ্বকাপে আফ্রিকা মহাদেশের উপ-আঞ্চলিক বাছাইয়ের ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নেয় নাইজেরিয়া। ৪ উইকেটে ২৭১ রান তোলে নাইজেরিয়া। ২৭২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে আইভরি কোস্ট শেষ হয় মাত্র ৭-এ। আইভরি কোস্টের হয়ে সর্বাধিক রান করেন ওপেনার ওউত্তারা মহম্মদ (৪)। টিমের বাকি ক্রিকেটাররা করেন ০, ১, ০, ০, ১, ০, ১, ০, ০, ০। আইভরি কোস্টকে ২৬৪ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। মাত্র ৫৯টি টি-২০ ম্যাচ খেলা দলটা নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে রানের দিক থেকে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে রানের হিসেবে এটা তৃতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে জয়। সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ডটি রয়েছে জিম্বাবোয়ের দখলে।

কোরো সিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিকেল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নতুন মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এ কেরালা ব্লাস্টার্সের যাত্রা শুরু হয়েছে সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরের নেতৃত্বে। যদিও প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, তবে ডার্বি ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সের মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ। শুরু থেকেই চেন্নাইয়িন এফসি গোল করার একাধিক সুযোগ তৈরি করেছিল, তবে হরমিপাম রুইভার শক্তিশালী রক্ষণ এবং গোলরক্ষক সোম কুমারের অসাধারণ পারফরম্যান্স চেন্নাইয়িনের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়।

মরসুমের মাঝামাঝি সময়ে দারুণ ছন্দে ফিরেছিল দক্ষিণ ভারতের এই ক্লাব। তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারার কারণে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যেতে হয়েছিল। টানা তিন ম্যাচে পরাজয়ের ধাক্কা কাটিয়ে কেরালা ব্লাস্টার্স গত রবিবার জয়ের সরণিতে ফিরে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী ডার্বিতে তাঁরা শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসিকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছে। এই ম্যাচে কেরালার ফরোয়ার্ড লাইন, বিশেষত তরুণ ফুটবলার কোরো সিং-এর অসাধারণ পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে ফুটবলপ্রেমীদের। ম্যাচ শেষে কোচ মিকেল স্ট্যাহরেও কোরোর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রবিবারের দক্ষিণ অন্যদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে শুরু করে। উরুগুয়ান মিডফিল্ডার আদ্রিয়ান লুনা পুরো ম্যাচজুড়ে কেরালার আক্রমণকে দিশা দেখিয়েছেন। যদিও নিজে গোল পাননি, তবে সতীর্থদের গোল করানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। এছাড়া, ফরোয়ার্ড লাইনে জেসুস জেমিনেজ এবং রাহুল কেপির সাথে তাল মিলিয়ে তরুণ কোরো সিং দলের আক্রমণে প্রাণসঞ্চার করেন। বছর কয়েক আগেও কোরো সিং ছিলেন সুদেবা দিল্লির যুব দলের ফুটবলার। সেখান থেকে কেরালা ব্লাস্টার্সের যুব দলে আসেন তিনি। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করে সিনিয়র দলে জায়গা করে নেন এই তরুণ ফুটবলার। চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে কোরো নিজে গোল করতে না পারলেও, সতীর্থদের জন্য গোলের সুযোগ তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে কোচ মিকেল স্ট্যাহরে বলেন, ''কোরো সত্যিই একজন প্রতিভাবান ছেলে। সে অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। বিশেষ করে তার গতি এবং এক-এর বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা চমকার। তবে, সে এখনও পুরো ৯০ মিনিটের জন্য প্রস্তুত নয়। আরও কিছু সময় দরকার।'' স্ট্যাহরের এই মন্তব্য কোরোর প্রতি তাঁর আস্থার পরিচয় দেয়। কোচ মনে করেন, তরুণ এই ফুটবলার ভবিষ্যতে কেরালা ব্লাস্টার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবেন। কেরালা ব্লাস্টার্সের জন্য চলতি মরসুমটা এখনও পর্যন্ত ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুরুতে দারুণ ছন্দে থাকলেও টানা তিন ম্যাচ হারের পর পয়েন্ট টেবিলে পিছিয়ে পড়ে তারা। তবে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে জয় এই দলকে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে সাহায্য করেছে। দলের রক্ষণভাগে হরমিপাম রুইভার মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার এবং গোলপোস্টে সোম কুমারের মতো প্রতিভাবান গোলরক্ষক থাকায় কোচ স্ট্যাহর আত্মবিশ্বাসী। তবে ফরোয়ার্ড লাইনে আরও ধারাবাহিকতা আনতে হবে। কোরো সিং-এর মতো তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করলে কেরালা ব্লাস্টার্স আবারও শীর্ষে উঠে আসতে পারে। কোরো সিং-এর মতো তরুণ প্রতিভারা শুধু কেরালা ব্লাস্টার্স নয়, গোটা আইএসএল-এর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্যাহরের নেতৃত্বে কোরোর মতো ফুটবলাররা নিজের দক্ষতা আরও শাণিত করার সুযোগ পাচ্ছেন। কোচের মতে, তরুণ ফুটবলারদের জন্য ধৈর্য এবং অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরো এক্ষেত্রে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। ভবিষ্যতে সে দলের জন্য আরও বড় ভূমিকা পালন করবে। কোরোর প্রতি কোচের এই আস্থা তাঁকে আরও ভালো পারফরম্যান্স করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তা বলাই বাহুল্য। চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে জয় শুধু কেরালা ব্লাস্টার্সের পয়েন্ট টেবিলে ফেরা নয়, তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ারও একটি বড় ধাপ। তরুণ কোরো সিং-এর মতো প্রতিভাবান ফুটবলাররা দলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলছে। কোচ মিকেল স্ট্যাহরের নেতৃত্বে এই দল আরও ভালো করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেরালা ব্লাস্টার্সের সমর্থকরা এখন তাকিয়ে আছে পরবর্তী ম্যাচের দিকে। সেখানে কোরো এবং তাঁর সতীর্থরা কীভাবে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরবে, তা দেখার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সকলে।

এমবাপে-ভিনির জায়গা বদলে রিয়ালকে বার্সার আরও কাছে নিয়ে গেলেন আনচেলত্তি

মাদ্রিদ, ২৫ নভেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার লিগ ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে দলকে এগিয়ে নিয়ে চার ম্যাচের গোল-খরা কাটান কিলিয়ান এমবাপে। বিরতির পর ব্যবধান বাড়ান ফেদে ভালভের্দে ও জুড বেলিংহ্যাম। গোল না পেলেও একটি অ্যাসিস্ট করেন গোটা ম্যাচে দারুণ খেলা ভিনিসিউস জুনিয়র। সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে লিগের গত রাউন্ডে ভিনিসিউসের হ্যাটট্রিকে ওসাসুনাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল। এবার লেগানেসের বিপক্ষে আধিপত্য করে গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখে রিয়াল। আয়োজকদের ৪ শটের সবকটিই ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। পঞ্চম মিনিটে লক্ষ্যে ম্যাচের প্রথম শটটি নেন এমবাপে। তার সেই প্রচেষ্টা অনায়াসে ঠেকান গোলরক্ষক। একাদশ মিনিটে লেগানেসের জালে বল পাঠিয়ে উদযাপন শুরু করেন এমবাপে। তবে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ২২তম মিনিটে লেগানেসের মুনির এল হাদ্দাদির শট লাগে ক্রসবারে, যদিও আক্রমণের শুরুতে অফসাইডে ছিলেন তিনি। ২৫তম মিনিটে ডান দিক দিয়ে কয়েকজনের বাধা এড়িয়ে বক্সে ঢুকে আর্দা গিলেরের নেওয়া শট ঠেকান লেগানেস গোলরক্ষক। ৩৯তম মিনিটে এই তরুণের ফ্রি-কিকও পাঞ্চ করে ফেরান মার্কো দিমিত্রোভিচ। ৪৩তম মিনিটে

কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় রিয়াল। যেখানে যথেষ্ট দায় ছিল লেগানেসের রক্ষণের। বক্সের ডান দিকে আলগা বল পেয়ে ভিনিসিউস পাস দেন অন্য পাশে। ফাঁকা জালে বল পাঠান এমবাপে। রিয়ালের হয়ে লা লিগায় তার গোল হলো ৭টি। দ্বিতীয়ার্ধেও যথারীতি আক্রমণে আধিপত্য করে রিয়াল। ৬৬তম মিনিটে চমৎকার ফ্রি-কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা। ফ্রি-কিকের জন্য পজিশন নেন অধিনায়ক ভালভের্দে। দানি সেবাইয়োসের ছোট্ট টোকায় বল থামান গিলের, আর নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন উরুগুয়ের তারকা। ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। ভিনিসিউসের পাসে কাছ থেকে গিলেরের কোনাকুনি শট পা দিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। ৮১তম মিনিটে মাঝমাঠ থেকে এমবাপেকে চমৎকার পাস দেন ভিনিসিউস। কিন্তু বক্সে ঢুকে ওয়ান-অন-ওয়ানে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। ৮৫তম মিনিটে দলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন বেলিংহ্যাম। লুকা মদ্রিচের কর্নার ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি লেগানেস। বক্সের বাইরে থেকে ব্রাহিম দিয়াসের জোরাল শটে বল প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে, ফিরতি বল হেডে ফাঁকা জালে পাঠান ইংলিশ মিডফিল্ডার। ওসাসুনার বিপক্ষে দৃষ্টিনন্দন গোলে মরসুমে প্রথমবার জালের দেখা পাওয়ার পরের ম্যাচেই আরেকটি গোল করলেন বেলিংহ্যাম। এরপরই তাকে তুলে নিয়ে এন্দ্রিককে নামান আনচেলত্তি। বাকি সময়ে উল্লেখযোগ্য আর কিছু হয়নি। ১৩ ম্যাচে ৯ জয় ও ৩ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৩০। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। তাদের সমান ১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে আছে লেগানেস।

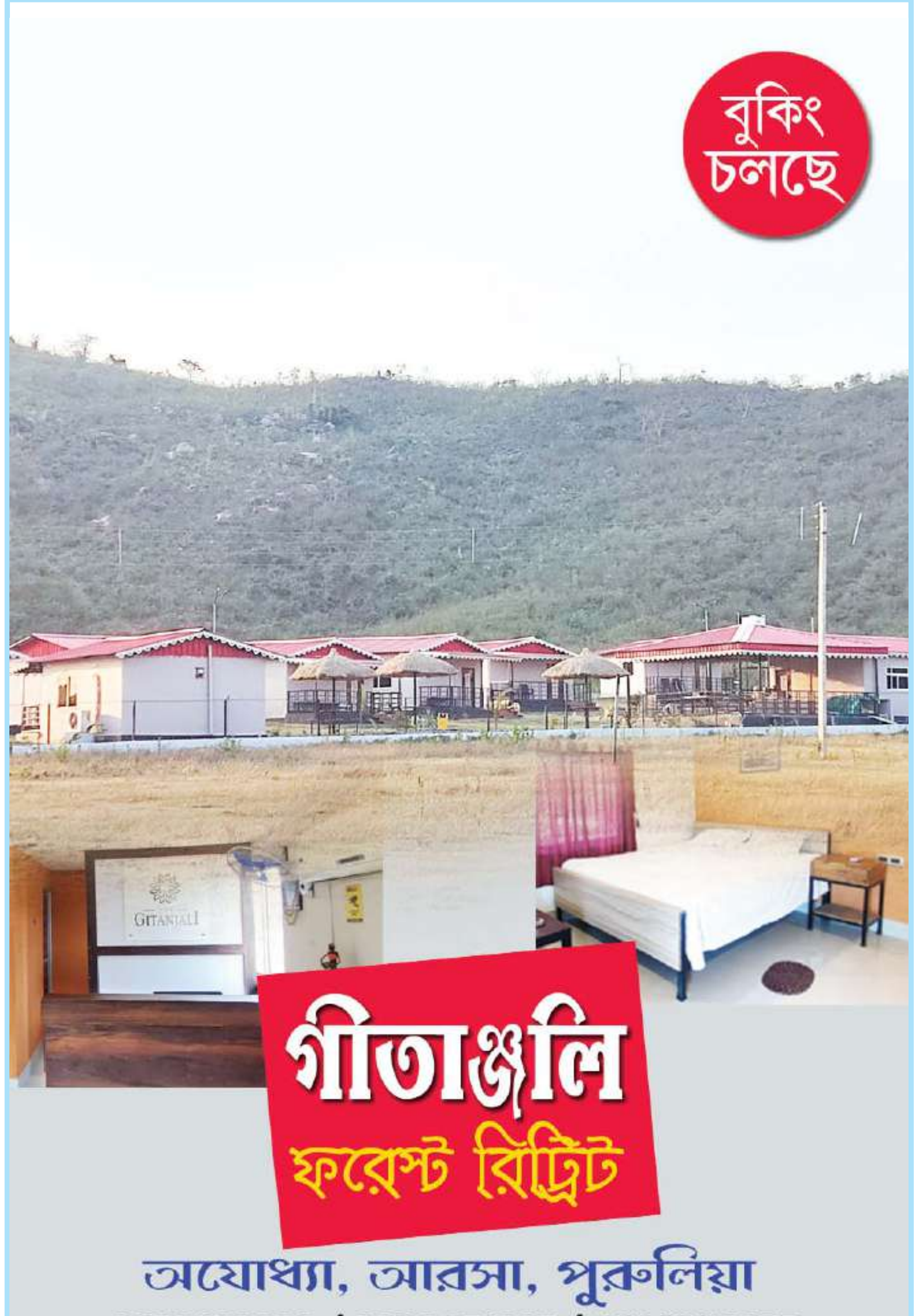

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com